NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ শীত কড়া নাড়ছে দোরে

ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান ম্যাচ ড্র ৮

কলকাতা ১০ নভেম্বর ২০২৪ ২৪ কার্তিক ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.11.2024, Vol.18, Issue No. 149 8 Pages, Price 3.00

পাকিস্তানের কোয়েটা স্টেশনে ভয়াবহ আত্মঘাতী বিস্ফোরণ

মৃত কমপক্ষে ২৬, আহত শতাধিক

কোয়েটা, ৯ নভেম্বর: আবার পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। শনিবার বালুচিস্তানের কোয়েটা রেলস্টেশনে বিস্ফোরণের ঘটনায় কমপক্ষে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৬০ জনের বেশি। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। তবে কে বা কারা বিস্ফোরণের নেপথ্যে জড়িত তা এখনও স্পষ্ট নয়। এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠনই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'ডন'-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, শনিবার সকালে কোয়েটার রেলস্টেশন এলাকা আচমকাই কেঁপে ওঠে বিস্ফোরণের শব্দে। তখন স্টেশনে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। ছাড়ার আগে ট্রেনে ওঠার জন্য যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করছিলেন। সে সময়ই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে।

কোয়েটার এসএসপি মহম্মদ বালোচ জানিয়েছেন, ঘটনার সময় স্টেশনে কমপক্ষে ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেন বম্ব স্কোয়াডের সদস্যেরা। রয়েছে পুলিশ এবং অন্য বাহিনীও। উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বালোচিস্তান সরকারের মুখপাত্র শাহিদ রিন্দ জানিয়েছেন, কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে তা জানার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তা ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন বম্ব স্কোয়াডের সদস্যেরা।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই বালুচিস্তানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঁচ স্কুলপড়ুয়া-সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছিল। বালুচিস্তান প্রদেশের মাসতাং এলাকায় ওই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছিল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছিল, রাস্তার পাশে একটি মোটার সাইকেলে রাখা বোমা বিস্ফোরণ হয়। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে, দূর থেকে রিমোটের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার বিস্ফোরণ ঘটল বালুচিস্তানে।

নিশানায় ছিলেন পাক সেনারা

কোয়েটা, ৯ নভেম্বর: চার দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে লাশের পর লাশ। কোথাও পড়ে দেহাংশ। কারও হাত উড়ে গিয়েছে, তো কারও পা, কেউ আবার পুরোপুরি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে স্টেশন। আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি চলছে। স্টেশনের ছাউনির বিশাল অংশ উড়ে গিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। শনিবার সকালে পাকিস্তানের কোয়েটা স্টেশনে বিস্ফোরণের পর এমনই ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কোয়েটা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিস্ফোরণ হয়। স্থানীয় সময় সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেস ওই প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। প্ল্যাটফর্মে তাই ভিড়ও ছিল যথেষ্ট। প্ল্যাটফর্মে ছিল সেনার একটি দল। ট্রেনে ওঠার জন্য যাত্রীরা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়েই জোরালো বিস্ফোরণ হয়। আর সেই বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ১৪ জন সেনা-সহ ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৬০ জনেরও বেশি। ডন নিউজ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, এটি একটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। যাত্রীদের ভিড়েই লুকিয়েছিল হামলাকারী। নিশানায় ছিল পাক সেনার দলটি। যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে, তার কয়েক হাত দূরেই নিজেদের ব্যাগপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল পাক সেনার ওই দল। তবে সেই দলে কত জন সেনা ছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ এবং বম্ব স্কোয়াড মনে করছে, বিস্ফোরণের ঘটনাতে ৬-৮ কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে আত্মঘাতী হামলার বিষয়টিকেও উড়িয়ে দিচ্ছে না তারা।

দ্বিতীয় দিনের প্রচারেও কংগ্রেসকে আক্রমণে মোদি

মুম্বই, ৯ নভেম্বর: মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটপ্রচারের দ্বিতীয় দিনেও ফের একবার কংগ্রেসকে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে যে ঘটনা ঘটেছে, মহারাষ্ট্রের জনগণও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন। শনিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেদে এক জনসভায় মোদিকে রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের জয় নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী ভাষণ দিতেও শোনা গিয়েছে। এমনকী, লালরঙের বইকে ভারতীয় সংবিধান দাবি করায় কংগ্রেসকে একহাত নিতে শোনা গিয়েছে। বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'বিরোধী মহাবিকাশ অঘাড়ি মানেই হল হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি।' উল্লেখ্য, শুক্রবারই ধুলে ও নাসিকে বিজেপির ভোটপ্রচারের উদ্বোধন করে স্থানীয় দলিত, আদিবাসী এবং ওবিসিদের একতা বজায় রাখার আবেদন জানান। এবং স্লোগান তুলে বলেন, 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়।'

আন্দোলনের হুঙ্কার নাগা সশস্ত্র গোষ্ঠীর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: নাগা সশস্ত্র গোষ্ঠী এনএসসিএন (আইএম) ফের 'ভারতের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিরোধ' শুরু করার হুঙ্কার দিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করল। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে সই করেছিল এই গোষ্ঠী। তার পর থেকে এই প্রথম বার নাগা সশস্ত্র গোষ্ঠী এই ধরনের বিবৃতি দিল। 'দ্য হিন্দু'-র এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, নিজেদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য তৃতীয় কোনও পক্ষের হস্তক্ষেপ চান তাঁরা। বিশেষ করে নাগাদের জন্য পৃথক পতাকা এবং সংবিধানের দাবি নিয়ে আলোচনার জন্য তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ চাইছে এনএসসিএন (আইএম)। গত বৃহস্পতিবার বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর-পূর্বের ওই গোষ্ঠী লিখেছে, '২০১৫ সালের ৩ অগস্টের চুক্তিকে ভারত এবং ভারতের নেতৃত্ব সম্মান করছে না। হিংসাত্মক সংঘাত ছড়ালে, তার দায় বর্তাবে এই ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতার উপর।'

ফের বেলাইন ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বেলাইন ট্রেন। হাওড়ার নলপুরের কাছে শনিবার সকালে বেলাইন হয় ডাউন শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস। বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও ঘটনা না ঘটলেও কেন বেলাইন হল ট্রেন সেই প্রশ্ন ঘুরছে সব মহলেই। ইতিমধ্যেই জোরকদমে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে রেল। ঘটনাস্থলে যান রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা। সব যাত্রীদের উদ্ধার করে তাঁদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে। লাইনচ্যুত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে বেশ কিছু জিনিস ভাবাচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব রেলের আধিকারিকদের। ট্রেনটি ডাউন মেন লাইন থেকে মিডল লাইনে উঠছিল। এই ক্রসিং পয়েন্টে কোনও বিভ্রাট হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন রেলের টেকনিক্যাল বিভাগের কর্তারা। যে সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে তখন গাড়ির গতি ছিল ঘন্টায় ১৫-২০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। সে কারণেই বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদি গতি বেশি থাকত তাহলে অন্য চিত্র দেখা যেত বলে মনে করছেন অনেকেই। রেলসূত্রে খবর, সেই কারণেই রিলে রুমের ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি।

ফের রাজপথে জুনিয়র ডাক্তাররা, 'দ্রোহের গ্যালারি' তৈরি ফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়া কাণ্ডের তিনমাস হয়ে গিয়েছে। বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের মামলায় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে মূল অভিযুক্ত করে চার্জ গঠন করা হয়েছে। ১১ নভেম্বর থেকে শিয়ালদহ আদালতে শুরু হবে বিচারের প্রক্রিয়া। এই পরিস্থিতি শনিবার, তিনমাসের মাথায় ফের রাজপথে আন্দোলনে নামল জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন। শনিবার একদিকে এসএসকেএমে গণ কনভেনশনের ডাক দিল জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। অন্যদিকে, 'দ্রোহের গ্যালারি' সাজিয়েছেন জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের সদস্যরা। আর একযোগে কলকাতার পথে মিছিলে নেমেছে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট, জয়েন্ট ডক্টরস প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট ডক্টরস ফোরাম। শামিল হলেন নাগরিক সমাজও।

গত ৯ অগস্ট হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা তোলপাড় ফেলেছিল গোটা দেশে। নারী সুরক্ষা নিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। দেশজুড়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁদের সমর্থন করেন সিনিয়র ডাক্তাররাও। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ। পরে সিবিআই সেই তদন্তভার নেওয়ার পর মাস দুয়েকের মধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

অভয়ার সুবিচারের দাবিতে গত কয়েক মাস ধরে কলকাতার রাজপথ সাক্ষী ছিল আন্দোলনের। উৎসবের মরশুমেও তা চলেছে। ঘটনার তিনমাসের মাথায় ফের তা পথে প্রতিবাদে নামলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। শনিবার প্রতিবাদী সমস্ত ছবি দিয়ে আরজি কর এবং এসএসকেএমের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ে সাজানো হয়েছে 'দ্রোহের গ্যালারি'। জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে আবেদন, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে এমন গ্যালারি হোক।

'রাজপথে আছি, রাজপথে থাকবো...'

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরপর পিছোনোর চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে ওঠে আরজি কর মামলা। শুনানিতে আদালতে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। সিবিআই-কে তদন্ত চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। এদিন জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, 'আজকে ক্যালেন্ডারের হিসেবে ৩ মাস পেরোল। আমরা দেখছি সুপ্রিম কোর্টে তারিখ পে তারিখ। তারপর গিয়ে একটা ১ ঘণ্টার শুনানি। এই গোটা বিষয়টা, আমাদের বিচার ব্যবস্থা বলুন, সিবিআই বলুন, সাধারণ মানুষের যে আস্থা -বিশ্বাস , সেটা কিন্তু ধাক্কা খাচ্ছে। এবং আমি মনে করি যতদিন না অবধি, আমাদের লড়াই, আমাদের আন্দোলন, রাজপথে থাকছে, ততদিন অবধি, এদের উপর আমরা চাপ সৃষ্টি করতে পারব না। এবং ঠিক সেই জন্যই আমরা যতদিন না অবধি আমরা ন্যায় বিচার ছিনিয়ে আনতে পারব, আমরা রাজপথে আছি, আমরা রাজপথে থাকবো।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, রুখে দাঁড়ানোর যে হকটা দেখাচ্ছেন, সেটা এই আন্দোলনের পাওয়া। প্রত্যেকটা জায়গায় , সেটা মেডিক্যাল কলেজ হোক, সেটা পাড়ার ক্লাব হোক, সেটা ইন্ডাস্ট্রি হোক, সেখানে মানুষ সত্যিকে সত্যি এবং মিথ্যেকে মিথ্যে বলছেন। সর্বত্রই দলীয় রাজনীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরা উপলব্ধ হচ্ছেন। এই নাগরিক আন্দোলন কিন্তু এই পাওয়াটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর যদি বলেন কী পেলাম না ? যে ৯ তারিখ কে বা কারা আসলে এই নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছিল ? কী মোটিভে ঘটিয়েছিল ?' এরপর তিনি সিবিআই এর চার্জশিটকে দুর্বল বলেই উল্লেখ করেন।

মঙ্গলে জিটিএ-র সঙ্গে বৈঠক, সোমবার পাহাড়ে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'দিনের সফরে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই পাহাড়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাতেই তিনি পৌঁছে যাবেন দার্জিলিঙে। নবান্ন সূত্রে খবর, মঙ্গল ও বুধে বেশ কিছু প্রশাসনিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ৩টেয় জিটিএর সঙ্গে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরের দিন দুপুর ৩টেয় দার্জিলিং চৌরাস্তায় 'সরস মেলা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে তাঁর হাতে। দু'দিন পাহাড়ে কাটিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে ফেরার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। কলকাতায় ফেরার পর শুক্রবার আরও একটি কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর দু'দিনের দার্জিলিং সফরে ঘোষিত কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। নবান্ন সূত্রে খবর, জিটিএ-র সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক এবং সরস মেলার উদ্বোধনের জন্যই দার্জিলিং যাচ্ছেন তিনি।

আগামী শুক্রবার বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মদিবস। পাহাড় থেকে ফিরে ওই দিন রাজারহাটে আদিবাসী ভবনে বিরসা মুন্ডা দিবস পালনের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বছর জেলাগুলিতে সপ্তাহব্যাপী বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। চলবে আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত।

পাহাড়ে বর্তমানে জিটিএ-তে ক্ষমতায় রয়েছে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে অনীতের দলের সম্পর্কও বেশ ভাল। প্রশাসনিক স্তরে গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা শাসিত জিটিএ-কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে রাজ্য সরকার। বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও ভাবনাচিন্তা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। গত বছরের বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র (আইটি হাব) তৈরির জন্য পাহাড়কে সাজিয়ে তুলবেন। ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, দু'টি জায়গায় তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। একটি দার্জিলিঙের কার্শিয়াঙে। সেখানে একটি বহুতল কার পার্কিংকে তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রে রূপান্তর করার কাজ চলছে। অন্যটি কালিম্পঙের গরুবাথানে। সেখানেও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড়ে সফরে জিটিএর সঙ্গে বৈঠকে এই সংক্রান্ত কোনও আলোচনা হয় কি না, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে।

পাশাপাশি, পাহাড়ে তিনটি পুরসভার ভোটও বাকি রয়েছে। ওই তিন পুরসভায় দ্রুত ভোট করানোর আর্জিতে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। গত সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট রাজ্যকে বলেছিল, এ বিষয়ে দেড় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তারও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরে পুরভোটের বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা হয় কি না, সে দিকেও নজর রয়েছে।

এ বছরই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পাহাড়ে প্রথম বার 'সরস মেলা' বসছে। মেলার আয়োজক রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। প্রতি বছর কলকাতার নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে 'সরস মেলা' হয়। উত্তরবঙ্গের মানুষদের জন্য 'সরস মেলা' হয় শিলিগুড়িতেও। তবে এ বছর উত্তরবঙ্গের 'সরস মেলা' হবে দার্জিলিং শহরে।

স্বামীর সামনেই স্ত্রীকে ধর্ষণ করে জ্বালানো হল জীবন্ত

ইম্ফল, ৯ নভেম্বর: ফের অশান্ত মণিপুর। তিন সন্তানের মাকে ধর্ষণ করে স্বামীর সামনেই জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে উত্তাল উত্তর-পূর্বের রাজ্য। চলল গ্রাম জুড়ে লুটপাট। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মণিপুরের জিরিবাম জেলার জাইরন গ্রামে অন্তত ১৭টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গত বৃহস্পতিবার, ৭ নভেম্বর ৩১ বছরের এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এর পরই ওই মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগও ওঠে। অভিযোগ, এর পর হামলাকারীরা গ্রামে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। আগুন লাগিয়ে দেয়। নিহত মহিলার স্বামী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, নির্যাতিতাকে ধর্ষণে অভিযুক্তরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। যদিও এখনও পর্যন্ত আততায়ীদের পরিচয় সামনে আসেনি। পুলিশের সন্দেহ, হামলাকারীরা স্থানীয় বাসিন্দাই। দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। মৃতার দেহের ময়নাতদন্তে অসমের শিলচরে হবে বলে জানা যাচ্ছে।

২০২৩ সালের মে মাসে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তাল হয়েছিল মণিপুর। ঘটনার জেরে মৃত্যু হয় ২০০'র বেশি মানুষের। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বহু ঘরবাড়ি। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনা নামানোর পাশাপাশি গোটা রাজ্যে লাগু করা হয়েছিল আফস্পা। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চলতি অক্টোবর মাসে পুনরায় সেই মেয়াদ বাড়ানো হয়। এদিকে গত কয়েক মাসে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে মণিপুরের একাধিক এলাকা। গত ৬ সেপ্টেম্বর বিষ্ণুপুর জেলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেরেম্বাম কোইরেংয়ের বাড়িতে রকেট হামলা চালানো হয়। এর পর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যের বহু এলাকা। এবার ফের নতুন করে উত্তপ্ত হল মণিপুর। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছেন কুকি, জোমি, হমার গোষ্ঠীর নেতারা।

ভোটের মুখে ঝাড়খণ্ডে সক্রিয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি

রাঁচি, ৯ নভেম্বর: আগামী বুধবার থেকে ঝাড়খণ্ডে শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে অবিজেপি এই রাজ্যে সক্রিয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। শনিবার রাঁচি এবং জামশেদপুরের অন্তত ৭ জায়গায় অভিযান চালায় আয়কর বিভাগ। তল্লাশি অভিযান চলে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ব্যক্তিগত সচিব সুনীল শ্রীবাস্তব-সহ একাধিক ভিভিআইপির বাড়িতে।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ সুনীল শ্রীবাস্তব-সহ মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ১৫টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে আয়কর বিভাগ। সূত্রের খবর, আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে বিপুল টাকার অবৈধ লেনদেন, হাওয়ালার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের খবর পেয়েছে আয়কর বিভাগ। সেই সূত্র ধরেই চলছে এই তল্লাশি অভিযান। রাঁচিতে সুনীল শ্রীবাস্তবের বাড়ির পাশাপাশি, অশোকনগরে তাঁর স্ত্রীর ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাড়ি চলে এই তল্লাশি। এছাড়া জামশেদপুরে একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে চলছে এই তল্লাশি অভিযান। যদিও আয়কর বিভাগের এই তল্লাশি অভিযানকে বিজেপির রাজনৈতিক রাজনৈতিক বলে অভিযোগ তুলেছে শাসকদল জেএমএম। শাসকদলের দাবি, নির্বাচনের আগে হেমন্ত সোরেনের ভাবমূর্তি খুন্ন করতেই এই অভিযান। অভিযোগ, বিজেপি রাজনৈতিক ভাবে লড়াইয়ে এঁটে উঠতে না পেরে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে হাতিয়ার করে ভোটে জিততে চাইছে যদিও তাদের অভিসন্ধি রাজ্যবাসী ব্যর্থ করে দেবেন।

উল্লেখ্য, সুনীল শ্রীবাস্তব হেমন্ত সোরেনের ব্যক্তিগত সচিব। পূর্বে সরকারি ইঞ্জিনিয়র হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। পরে চাকরি ছেড়ে হেমন্ত সোরেনের সহকারি হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে ইনি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য ও দলের স্টার প্রচারক। তাঁর বাড়িতে আয়কর হানায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক উত্তেজনা চরম আকার নিয়েছে ঝাড়খণ্ডে।

ব্যারাকপুর মাতারাঙ্গী এলাকার লোকনাথ মন্দির থেকে উদ্ধার শিশু কন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বারাসাত- ব্যারাকপুর রোডের মাতারাঙ্গী এলাকার লোকনাথ মন্দিরে প্রতিদিনের মতোই লোকনাথ বাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মিনতি রায়। তিনি মন্দিরের ভেতর থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। মন্দিরের ভেতর ঢুকতেই তিনি দেখেন ব্যাগের মধ্যে একটি শিশু কন্যা থরথর করে কাঁপছে। বাচ্চাটিকে দেখতে এলাকার মানুষজন মন্দিরে ভিড় জমান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মোহনপুর থানার পুলিশ। পুলিশ বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বিএনবসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মিনতি রায় জানান, ভোর চারটে পর্যন্ত এলাকায় পাহারা থাকে। চারটের পর কেউ হয়তো একমাসের ওই শিশু কন্যাকে ব্যাগে ভরে মন্দির রেখে গেছে। কে বা কারা এই ধরনের অমানবিক কাজ করল, তার সন্ধান চালাচ্ছে মোহনপুর থানার পুলিশ।

স্কুল শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ৩৮,২৪১ কোটি, জানালেন উচ্চশিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষার জন্য ৩৮,২৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা সচিব বিনোদ কুমার। একইসঙ্গে শনিবারের সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়ন আয়োজিত তৃতীয় এডুকেশন ইস্ট সামিট-এ তিনি এও জানান, শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য তহবিল পরিচালনা করে রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি বেঞ্চমার্ক স্থাপন করেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এনসিইআরটি-র পরখ-এর সিইও ও প্রধান অধ্যাপক ডঃ ইন্দ্রাণী ভাদুড়ি জানান, 'এনইপি ২০২০ একটি ভবিষ্যৎমুখী ও প্রগতিশীল নীতি এবং ভারতে ২৫ বছরের কম বয়সি প্রায় ৪৩ কোটি যুবক-যুবতীকে তাদের ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করতে হবে। 'পরখ'-এর কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, মাধ্যমিক স্তরে সারা দেশ জুড়ে যে বিভিন্ন মানদণ্ডে পরীক্ষার্থীদের সাফল্য বিচার করা হয় তার অবলুপ্তি ঘটিয়ে তা নিয়ে আসতে হবে এনসিআরএফ অর্থাত্ ন্যাশানাল ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্কে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ন্যাশনাল ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক (এনসিআরএফ) হল একটি নীতিগত সংস্কার যার লক্ষ্য হল শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাকে একীভূত করা এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান দূর করা।

কার্তিকী শুক্লা নবমীতে দেবী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব লেক কালীবাড়িতে।

ফুলবাগান নারকেলডাঙার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পুজো এবারে ২৫ বর্ষে পা দিল।

জগদ্ধাত্রী পুজোতে চক্ররেল রুটের বদল, জানাল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য পূর্ব রেলের অধীনে চক্ররেল পরিষেবায় প্রভাব পড়বে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। রেলের তরফে এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করে পূর্ব রেল জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসনের অনুরোধে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামী ১১ তারিখ সোমবার থেকে ১৩ তারিখ বুধবার অবধি এই বিধি-নিষেধ কার্যকর থাকবে বলেই পূর্ব রেল সূত্রে খবর। ৩০৩২২ হাসনাবাদ-বিবাদীবাগ লোকাল (৭ টা ৪০ মিনিট), ৩০১৪৫ বিবাদীবাগ-কৃষ্ণনগর লোকাল (৮ টা ৩০ মিনিট), ৩০১২৮ কল্যাণী সীমান্ত-মাঝেরহাট লোকাল (৯ টা ৪৮ মিনিট), ৩০১২১ মাঝেরহাট-নৈহাটি লোকাল (১১ টা ৪১ মিনিট), ৩০৩২৪ হাসনাবাদ-মাঝেরহাট লোকাল (১০ টা ৪৫ মিনিট), ৩০৩৩৩ মাঝেরহাট-হাবড়া লোকাল (১২ টা ৩২ মিনিট), ৩০৩৪৬ বনগাঁ মাঝেরহাট লোকাল (১১ টা ৫১ মিনিট), ৩০৩১১ মাঝেরহাট-বারাসাত লোকাল (১ টা ৩৬ মিনিট), ৩০৩১২ বারাসাত-মাঝেরহাট লোকাল (৪ টা ৩৪ মিনিট), ৩০৩৩১ মাঝেরহাট-হাবরা লোকাল (৬ টা ২৫ মিনিট), ৩০১১২ নৈহাটি-বালিগঞ্জ লোকাল (৭ টা ৩৫ মিনিট), ৩০১১১ বালিগঞ্জ-ব্যারাকপুর লোকাল (৭ টা ৩৫ মিনিট), ৩০৩১৪ দত্তপুকুর-মাঝেরহাট লোকাল (৬ টা ৫৮ মিনিট), ৩০৩১৪ মাঝেরহাট-বারাসাত লোকাল (৮ টা ৪৭ মিনিট) টালা স্টেশন হয়ে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত চলবে, ৩০৩৪৪ বনগাঁ - মাঝেরহাট (৮টা ৩৫ মিনিট) বারাসাত অবধি চলবে। শিয়ালদা অবধি চলাচলকারী ট্রেনের তালিকা। ৩০১৫৪ নৈহাটি - মাঝেরহাট বালিগঞ্জ হয়ে চলবে। ৩০১২৩ মাঝেরহাট - নৈহাটি টালা হয়ে চলবে। ৩০১৪২ গেদে -মাঝেরহাট, ৩০৩৫৭ মাঝেরহাট - মধ্যমগ্রাম, ৩০৩৩২ হাবড়া-মাঝেরহাট, ৩০৩৫৩ মাঝেরহাট -দত্তপুকুর লোকাল কাঁকুড়গাছি-বালিগঞ্জ রুট হয়ে মাঝেরহাট অবধি চলবে।

শুক্রবার থেকে রাজ্যে সপ্তাহব্যাপী বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৫ নভেম্বর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভগবান বিরসা মুণ্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী এবং বিরসা মুন্ডা দিবস পালন করা হবে। ১৫ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভগবান বিরসা মুণ্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী এবং বিরসা মুন্ডা দিবস পালন করবেন। এর জন্য কলকাতার রাজারহাটে আদিবাসী ভবনে একটি অনুষ্ঠান হবে। এই কর্মসূচি আগামী ১৫-২১ নভেম্বর, ৭ দিন ধরে সমস্ত জেলায় পালিত হবে।

প্রসঙ্গত, বিরসা মুন্ডা (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫ - ৯ জুন, ১৯০০) ছিলেন ভারতের রাঁচি অঞ্চলের একজন মুন্ডা আদিবাসী এবং সমাজ সংস্কারক। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার-অবিচারের ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আদিবাসী মুন্ডাদের সংগঠিত করে মুন্ডা বিদ্রোহের সূচনা করেন। বিদ্রোহীদের কাছে তিনি বিরসা ভগবান নামে পরিচিত ছিলেন।

বিদ্রোহের পরে বিরসা-সহ তাঁর শতাধিক সঙ্গী গ্রেপ্তার হন। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগেই রাঁচি জেলে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

মেট্রো রেলওয়ে ওমেন্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে হাওড়া স্টেশনে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করলেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট পি.শ্রীলতা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১০ই নভেম্বর। ২৪শে কার্তিক। রবিবার। মহানবমী তিথি আজ জগদ্ধাত্রী পুজো। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পুজো ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পুজো পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পুজো পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পুজো সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পুজো দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পুজো যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পূজা ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পুজো পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পূজা বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পূজা।আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ জগদ্ধাত্রী পূজা।অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(মহানবমী তিথি মুহূর্ত শ্রীশ্রী দেবী জগদ্ধাত্রী পুজা। তন্ত্রক্ত দেবী শক্তি মাতা শ্রী শ্রী ত্রিপুরা সুন্দরী পুজো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস। শহীদ কানাই লাল দত্তের প্রয়াণ দিবস।)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পুষ্প ঘোষ স্বামী অসিত বরন ঘোষ হরিপাল থানার অন্তর্গত অলিপুর গ্রামের বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ৭ নং জে.এল.ভুক্ত অলিপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৭৪৭ নং দাগে থাকা হাল এল.আর. ৮০৩ নং খতিয়ানে ০.০২৪০ অংশে ১ শতক এবং উক্ত দাগে থাকা হাল এল.আর. ২০ নং খতিয়ানে ০.০৩ শতক যাহা শ্যামল সরকার এবং তাহার মৃত মাতা অনিতা সিংহরায়ের ওয়ারিশানসূত্রে প্রাপ্ত উক্ত শ্যামল সরকার গত ইংরাজী ২০১৫ সালে ৭০ নং আমমোক্তারনামা মূলে এবং উক্ত মৃত মাতার অংশটি ইং ২০২০ সালে ৩৫ নং আমমোক্তারনামা মূলে তাহার স্ত্রী স্বর্না সরকারকে হস্তান্তর করিবার পর উক্ত স্বর্না সরকার বর্তমানে উপরোক্ত পাওয়ারনামা মূলে আমার মক্কেল তথা পুষ্প ঘোষকে গত ইং ১৯শে মার্চ, ২০২১ তারিখে উক্ত একই অফিসে ১১৭২ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার পর, যদি উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও. হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,

LAKSHMAN PAL
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No -WB-1593/2015

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

ফের স্বজনপোষণের বলি নীতিন ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই ফের স্বজনপোষণের বলি। আত্মঘাতী হলেন হিন্দি টেলি দুনিয়ার জনপ্রিয় মুখ নীতিন চৌহ্বান। ২০২০ সালে সুশান্ত সিং রাজপুতের রহস্যমৃত্যু নিয়ে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল গোটা বলিউড। সেই সময়েই অভিযোগ ওঠে, বলিউডে নাকি কাজ পাচ্ছিলেন না সুশান্ত। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির স্বজনপোষণের জন্য কোণঠাসা হয়ে গিয়ে মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন অভিনেতা। একের পর এক কাজ নাকি তাঁর হাত ছাড়া হচ্ছিল। এর পরই সুশান্তের রহস্যমৃত্যু! সেটা আত্মহত্যা না নেপথ্যে কোনো ষড়যন্ত্র? তা নিয়ে ধন্দ এখনও বহাল যদিও, তবে এবার বছর চারেক বাদে হিন্দি টেলিভিশনের দুনিয়াতেও সেই এক ছায়া।

মাত্র ৩৫ বছর বয়সে প্রয়াত নীতিন চৌহ্বান। 'ক্রাইম পেট্রোলস', 'এমটিভি স্পিল্টভিলা ৫', 'তেরা ইয়ার হুঁ ম্যায়', রিয়ালিটি শো 'দাদাগিরি ২' বিজেতা এত অল্প বয়সেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন। মৃত্যুর কারণ জানা না গেলেও প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যাই করেছেন নীতীন। ধোঁয়াশা বেড়েছে সহ-অভিনেত্রী বিভূতি ঠাক্করের পোস্ট নিয়েও। যেখানে তিনি নীতীনের মনের জোর না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। এবার মুখ খুললেন প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী। পুলিশি সূত্রে খবর, নীতিন নাকি মানসিক অবসাদে ভোগার জন্য নিয়মিত ডাক্তার দেখাতেন। সুশান্ত সিং রাজপুতও কিন্তু মৃত্যুর আগে মনোবিদের পরামর্শ নিতেন নিয়মিত। খেতেন ওষুধও। কাজ না পেয়ে কি একইরকম পরিস্থিতিতে ভুগছিলেন নীতিন চৌহ্বান? প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী জানিয়েছেন, বিগত চার বছর ধরে নীতিনের হাতে কোনও কাজ ছিল না। ওঁর মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিল দিনের পর দিন। আইসক্রিমের ব্যবসা খোলার চেষ্টা করেছিল ও। কিন্তু এখানেও ব্যর্থতা। সেই ব্যবসা ভালো চলছিল না। যাবতীয় কারণে পরিবারে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশের কাছে একথাই জানিয়েছেন নীতিন চৌহ্বানের স্ত্রী।

রাইস মিলে চাল উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাইস মিলে চাল উৎপাদন মূল্য কুইন্টাল পিছু ১০ টাকা করে বাড়াল রাজ্য সরকার। এই কাজের জন্য এতদিন রাইস মিল মালিকদের দেওয়া হত ৩০ টাকা। এবার তা বাড়িয়ে করা হল ৪০ টাকা। এবার ঠিক হয়েছে, কেন্দ্র ২০ টাকা দেবে, রাজ্যের তরফেও ২০ টাকা দেওয়া হবে। আজ নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠক হয় চালকল মালিকদের। চাল কল মালিকরা জানান, সেখানেই এই ১০ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি এক কুইন্টাল চাল ভরার জন্য শ্রমিকদের দু'টাকা করে মজুরি বৃদ্ধিও করা হয়েছে। এতদিন তাঁরা পেতেন ১০ টাকা। এবার থেকে পাবেন ১২ টাকা। রাইস মিল মালিকদের সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি কুইন্টাল ধান ভাঙাতে এতদিন মাত্র ৩০ টাকা পেতেন। অথচ খরচ ছিল অনেক বেশি। দীর্ঘদিন ধরে এই সংগঠন রাজ্য সরকারের কাছে ধান ভাঙার খরচ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল। রাজে্যর তরফে এদিন ১০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বেঙ্গল রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে। তাঁরা বলেন, মুখ্যসচিব জানিয়েছেন এই ১০ টাকা বাড়ানোর বিষয়টি খাদ্য দপ্তরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

তালতলা ইউথ কর্নারের ৫৪ তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, পুজোর মুখ্য সংগঠক অশোক (মানা) চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি, প্রাক্তন পুরমাতা মৌসুমী দে (বামদিকে)। চন্দননগরের আদলেই জগদ্ধাত্রী প্রতিমা মন কেড়েছে সকলের (ডানদিকে)।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ekdin_page_3_Layout 1 11/9/2024 10:31 PM Page 1

‘কর্মবিরতির পিছনে বেসরকারি ক্ষেত্রে বিপুল উপার্জন ডাক্তারদের’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভয়া কাণ্ডের বিচার চেয়ে সরকারি হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা বন্ধ রেখে বাম ও অতিবামের সমর্থনে আন্দোলন চালাতে দেখা গেছে জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্টকে। এদিকে সরকারি তথ্য বলছে, কর্মবিরতিতে সরকারি হাসপাতালে অসহায় রোগীদের পাশে না থাকলেও বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে ডিউটি করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন এই সব ‘অতিবিপ্লবী’ জুনিয়র ডাক্তাররা।

স্বাস্থ্যভবনের তথ্য বলছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে রোগীদের চিকিৎসা থেকে এই জুনিয়ররা পেয়েছেন ৫৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। নবান্ন থেকে যে তথ্য মিলছে তাতে ৯ অগস্ট থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত স্বাস্থ্যসাথী বিমায় ৫৫ কোটি ছাড়াও স্টার হেলথ, ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স, নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স, ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সের মতো বহু মেডিক্লেম সংস্থার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা রোজগার করেছেন এই ‘প্রতিবাদী’ জুনিয়র ডাক্তাররা। স্বাস্থ্যসাথীর ৫৫ কোটি জুনিয়র ডাক্তারদের পকেটে যাওয়ার তথ্য প্রকাশ্যে আসতে শনিবার এক্স হ্যান্ডলে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ কটাক্ষের সুরে জানতে চান, ‘বিপ্লবীরা কিছু বলবেন?’

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্যে, আমজনতাকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের যে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে গেলে যে ডাক্তার রোগীকে দেখছেন তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্যান নম্বর, কোন হাসপাতালে তিনি পোস্টেড তার বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য ভবনের কাছে পাঠাতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি হাসপাতালে আন্দোলন চালিয়ে বেসরকারি নার্সিংহোমে রোজগারের তথ্য লুকানো যায়নি।

স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর, ৫৬৩ জন জুনিয়র ডাক্তারের ‘কীর্তি’ সামনে এসেছে। তার মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে আয়ের ভিত্তিতে প্রথম পাঁচ জনের আয়ের নিরিখই চমকে দেওয়ার মতো। মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক সমুদ্র গুপ্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৫০৮৭৯। আন্দোলনের নামে যিনি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না করলেও দিব্যি রোগী দেখেছেন গ্রিনভিউ ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিংহোম, মণ্ডল নার্সিংহোম, নৈহাটি হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউট, নিউ মেডিক্যাল নার্সিংহোম, পরিজন নার্সিংহোম, সোনালি নার্সিংহোমে। ৯ অগস্ট থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে বেসরকারি নার্সিংহোমে ১২৪ জন রোগী দেখে স্বাস্থ্যসাথী থেকে রাজ্য সরকারের ১৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৯০ টাকা রোজগার করেছেন তিনি।

এই তালিকায় চিকিৎসক সমুদ্র গুপ্ত একা নন, অগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিংহোমে মেডিক্যাল কলেজের ডা. নাসিম মণ্ডল (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৫৪৩১) ৮২ জনের চিকিৎসা করেছেন চার্নক হাসপাতাল, ড্যাফোডিল হাসপাতাল, সান মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের মতো একাধিক বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে তিনি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় করেছেন। ডা. বিপুল রায় (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৬০৩৭) ৩৬টি স্বাস্থ্যসাথী ক্লেমে বেসরকারি হাসপাতালে ১৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৩৭ টাকার চিকিৎসা করেছেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আরেক চিকিৎসক অভিষেক চক্রবর্তীও (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬৮৩৩৭), চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন। বহরমপুর সিটি হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেড, ডাক্তার পি কে সাহা হাসপাতাল প্রাইভেট লিমিটেডে চুটিয়ে রোগী দেখেছেন। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে চিকিৎসা করেছেন ৫৩ লক্ষ ২২ হাজার ৬০০ টাকার।

এমন তথ্য সামনে আসার পর জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশের দাবি, বাম-অতিবামদের সুচারু পরিকল্পনাতেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন মুনাফালোভী চিকিৎসকদের একাংশ। একদিকে তাঁরা অভয়ামঞ্চ তৈরি করে মানুষের নজর ঘুরিয়েছেন। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতি ডেকে বিনামূল্যের চিকিৎসা থেকে আমজনতাকে বঞ্চিত করে নার্সিংহোম-বেসরকারি হাসপাতালে বাধ্য করেছেন রোগীকে আসতে। সেখানে চিকিৎসা করে কোটি কোটি টাকা পকেটে ভরেছেন।

সোমবার থেকে শুরু তিলোত্তমার বিচারপর্ব, ৫১ জনের সাক্ষ্য নিতে পারে আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সঞ্জয় রাইয়ের বিরুদ্ধে পাওয়া ‘বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স’ আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের মামলায় বড় ‘হাতিয়ার’। এই প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচারপর্ব এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় সিবিআই। এদিকে সোমবার থেকেই বিচারপর্ব শুরু হচ্ছে সঞ্জয় রাইয়ের। সূত্রে খবর, প্রথমদিন থেকেই সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হতে পারে। প্রাথমিকভাবে ৫১ জনের সাক্ষ্য নিতে পারে আদালত। যেহেতু শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে পেশ হওয়া চার্জশিটে সাক্ষীর তালিকার উপরের দিকে রয়েছে নির্যাতিতার পরিবার ও পরিচিতদের নাম। সেই কারণে বিচারপর্বের শুরুর দিকে আদালত তাঁদের সাক্ষ্য নিতে পারে বলেই জানা যাচ্ছে।

সিবিআইয়ের সূত্র জানিয়েছে, এই ‘বায়োলজিক্যাল এভিডেন্সই প্রমাণ দিয়েছে যে, আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সঞ্জয় রাই একমাত্র অভিযুক্ত। আদালতেও বিভিন্ন সময় এই ‘বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স’-এর বিষয়টি উল্লেখ করতে দেখা গেছে সিবিআইকে। আরজি কর হাসপাতালের চারতলায় সেমিনার হল থেকে নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হওয়ার পর তাঁর বিভিন্ন পোশাক, কম্বল, বিছানার চাদর, কাপড়ের টুকরো, ম্যাট্রেসের টুকরো, সিন্থেটিক তুলো কলকাতা পুলিশ সংগ্রহ করে। এছাড়াও নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা হয় নির্যাতিতার নখ, রক্ত, ঠোঁট, যৌনাঙ্গের সোয়াব। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় চুলও। এছাড়াও অভিযুক্ত সঞ্জয়ের প্যান্ট ও স্লিপার উদ্ধার হয় তার ব্যারাক থেকে। ময়নাতদন্তের সময় নির্যাতিতার শরীরের উপরের অংশ থেকে পাওয়া সোয়াবও সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই প্রত্যেকটি নমুনাই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সিবিআইয়ের হাতে সিল করা প্যাকেটে তুলে ধরা হয়। ক্রমে ওই নমুনাগুলি সিবিআই কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠায়।

সিবিআই সূত্রের খবর, নির্যাতিতার যৌনাঙ্গ থেকে উদ্ধার করা সোয়াব বা তরল পদার্থ পরীক্ষা করে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাই জানান যে, সেখানে কোনও পুরুষের সিমেনের সন্ধান মেলেনি। এই ক্ষেত্রে নির্যাতিতার শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে উদ্ধার হওয়া সোয়াব পরীক্ষার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ, সোয়াবের ডিএনএ পরীক্ষা না হলে কোনওমতেই বোঝা সম্ভব নয় যে, আসল অপরাধী কে। বিশেষ করে ধর্ষণের অভিযুক্ত কতজন, তার জন্যও প্রয়োজন ডিএনএ পরীক্ষা। সেই কারণে অতিরিক্ত ব্যয় করেও একাধিক নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করায় সিবিআই। ওই নমুনাগুলোই সিবিআইয়ের পরিভাষায় ‘বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স’। সিবিআইয়ের সূত্র জানিয়েছে, আরজি করের চারতলায় সেমিনার হল তথা ঘটনাস্থল থেকে ‘পিউবিক হেয়ার’ উদ্ধার হয়েছে। সেটি যে সঞ্জয়ের, ডিএনএ পরীক্ষায় তার প্রমাণ মিলেছে। নির্যাতিতার দেহের উপরের অংশ পরীক্ষা করে সেখানে লালারস বা সোয়াবের চিহ্ন মেলে। ওই সোয়াব কেন্দ্রীয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন যে, ডিএনএ ধৃত সঞ্জয়েরই। এ ছাড়াও ঠোঁটের সোয়াবেরও ডিএনএ মিলে গিয়েছে। এছাড়াও সঞ্জয়ের মেডিকো লিগ্যাল পরীক্ষাও করায় সিবিআই। তারও সিমেন সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয় বলে জানিয়েছে সিবিআই।

আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্তের ফাঁসির আদেশ হলে লড়বেন বিকাশ, কটাক্ষ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশকে প্রায় প্রথম থেকেই কটাক্ষ করে এসেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এই আন্দোলনকে বাম এবং অতিবামেরা পরিচালিত করেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলেও বারবার অভিযোগ করেছেন তিনি। এরপর এবার কুণালের নয়া সংযোজন, তিলোত্তমার ঘটনায় যদি অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের ফাঁসির সাজা হয়, তাঁর হয়ে যদি আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য লড়েন তাহলেও তিনি অবাক হবেন না। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন তৃণমূল নেতা। সেই সময় ফের তিনি অভিযোগ করেন বাম এবং অতিবামেরা এই আন্দোলনকে চালিত করেছে নিজের নিজের আখের গোছাতে। তাঁরা পুলিশের তদন্ত মানছে না। সিবিআই তদন্ত মানছে না। আদালতের রায়কেও অস্বীকার করছেন তাঁরা। এরই রেশ ধরে কুণাল ঘোষ এও বলেন, ‘আমরাও তো চাই দোষীর শাস্তি হোক। এই বামপন্থীরা ফাঁসির বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। এদের মুখোশ খুলে যাবে। যাঁরা আজ মিছিল করছে, জনতার চার্জশিট দিচ্ছে, এই বাম আর অতিবাম এদের থেকেই আওয়াজ উঠবে মৃত্যুদণ্ড চাই না। এই সিভিকের যদি ফাঁসির সাজা আদালতে হয় তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চ-আদালতে যদি সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে লড়তে দেখা যায় আমি একটুও অবাক হব না।’ প্রসঙ্গত, শনিবার তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে পথে নামে নাগরিক সমাজ। সেখান থেকে ‘জনতার চার্জশিট’ পেশ করা হয়। সেখানে অভিযুক্ত সিভিককে একা এই নৃশংস ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মানতে নারাজ তারা। এই বিষয়টিকেই কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতা।

তিনমাস অতিক্রান্ত, বিচারের দাবিতে ফের পথে নাগরিক সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আরজি কর কাণ্ডের তিনমাস অতিক্রান্ত। অথচ এখনও বিচার মেলেনি। বিচারের দাবিতে ফের পথে নাগরিক সমাজ। শনিবার সন্ধেয় ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরে বিচারের দাবিতে পথে নামল ব্যারাকপুর মহকুমা প্রতিবাদী সমন্বয় মঞ্চ। উক্ত মঞ্চের উদ্যোগে অভয়া ক্লিনিক, রক্তদান শিবির-সহ গানে, কবিতায় ও পথ নাটিকার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। অপরদিকে এদিন সন্ধ্যায় সোদপুর ট্রাফিক মোড়ে ‘পানিহাটি নাগরিক মঞ্চের’ ডাকে অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। রক্তদান শিবির ছাড়াও সংগীত, নৃত্য, নাটক ও আবৃত্তির মাধ্যমে এদিন সোচ্চার হলেন প্রতিবাদীরা। তাদের ক্ষোভ, ঘটনার পর তিনমাস অতিক্রান্ত। তবুও অভিযুক্তরা ধরা পড়ল না। তাই তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে তারা ফের সোচ্চার হলেন। প্রতিবাদীদের হুঁশিয়ারি, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিচার ছিনিয়ে আনবেই।

নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে ‘তিলোত্তমা ড্রপ বক্স’ চালু করল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর আবহে সিপিএম ঘোষণা করেছিল তারা মহিলা আইনজীবীদের দল গড়বে। নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ সিপিএমের সেই আইনজীবী সেলকে জানালে তারা আইনি পদক্ষেপে সহায়তা করবে। সেই কথা রাখতেই এবার ‘তিলোত্তমা ড্রপ বক্স’ চালু করল সিপিএম। সূত্রের খবর, দলের বিভিন্ন দপ্তরে এই ড্রপ বক্স থাকবে। সেখানে সাধারণ মহিলারা তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ হয়ে থাকলে আইনি সহায়তার আবেদন করতে পারবেন। দলের ছাত্র-যুব সংগঠনকে বলা হয়েছে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ড্রপ বক্স বসাতে। পার্টির মহিলা কর্মী ও পার্টির বিভিন্ন সংগঠনের মহিলা সদস্যরাও এই ড্রপ বক্সে অভিযোগ জানাতে পারবে। শুধু তাই নয়, সাধারণ কোনও মহিলারাও নিগ্রহের শিকার হলে ‘তিলোত্তমা ড্রপ বক্সে’ সেই সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন। পাশাপাশি আইনি সহায়তার জন্য আইনজীবী সেলের সাহায্যও নিতে পারেন নিগৃহীতা।

সম্প্রতি তরুণী সাংবাদিককে শ্লীলতাহানির অভিযোগে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যকে। এনিয়ে ইতিমধ্যেই বরানগর থানা অভিযোগ পেয়ে দু’বার তাঁকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। দলের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি বা আইসিসি-ও তদন্ত শুরু করেছে। এসবের মাঝেই ‘ড্রপ বক্স’ বসল মুজাফ্ফর আহমেদ ভবনে। আশা একটাই, নারী নিগ্রহের ক্ষেত্রে দ্রুত আইনি সাহায্য মিলবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার জেলা কংগ্রেসের ডাকে বিভিন্ন বাজারে বিক্ষোভ প্রদর্শন। ছবি: অদিতি সাহা

ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ফের ডেঙ্গি আক্রান্তের মৃত্যু। এবার এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটল খাস কলকাতায় আরজি কর হাসপাতালে। সূত্রে খবর, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল যুবকের। এনিয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হল ডেঙ্গিতে। আরজি কর হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃতের নাম বিট্টু সিংহ। বয়স ৩৬ বছর। জোড়াবাগান এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার জ্বর নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বিট্টুর ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গি জ্বরের উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য, কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত সাড়ে সাত হাজার। ফিভার ক্লিনিকে টেস্ট করে রিপোর্ট তাঁদের পজিটিভ হয়েছে। রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যাটা ১৫ হাজার পার করেছে। তবে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর এবং পুরসভার বক্তব্য, এবার ডেঙ্গির প্রকোপ গতবারের তুলনায় অনেক কম। প্রসঙ্গত, কালীপুজো শেষ না হতেই কলকাতা-সহ রাজ্যের সাতটি জেলায় সাড়াশির মতো আক্রমণ করছে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মশা।

একই ব্যক্তি সরকারি ফিভার ক্লিনিকে জ্বর, গা ব্যথার উপসর্গ নিয়ে আসছে। অর্থাৎ একই শরীরে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার জোড়া আক্রমণ। এদিকে ডেঙ্গি সংক্রান্ত যে তথ্য আসছে তাতে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ৬টি জেলায় প্রতি দশ রোগীর মধ্যে ৫ জন ডেঙ্গি এবং ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এই অবস্থা সামাল দিতে মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফিভার ক্লিনিক চালু হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে ডেঙ্গির টেস্ট কিট জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। রোজ কত ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া টেস্ট হচ্ছে তার তথ্য পরদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের কমিউনিটি মেডিসিন ও পাবলিক হেলথ বিভাগেও পাঠাতে হচ্ছে। ডেঙ্গির হট স্পট চিহ্নিত করে ভেক্টর কন্ট্রোল বিভাগে পাঠাতে হচ্ছে।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর বউবাজর সাইট পরিদর্শন করলেন কলকাতা মেট্রোর জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো রেলের জিএম পি উদয় কুমার রেড্ডি শনিবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর বউবাজার সাইট পরিদর্শন করেন, এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর সূত্রে।

বউবাজারে পৌঁছনোর পর মহাব্যবস্থাপক কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের (কেএমআরসিএল) কর্মকর্তাদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনাও করেন কলকাতা মেট্রোর এই শীর্ষকর্তা। প্রসঙ্গত, এদিনের এই পরিদর্শনে কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তার সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের শীর্ষ আধিকারিক এবং কেএমআরসিএল-এর আধিকারিকেরাও।

এরপরই এই পরিদর্শনের সময় কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তাকে এই করিডোরের শিয়ালদা ও এসপ্ল্যানেডের মধ্যে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এরপর তিনি বাউবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সুড়ঙ্গের ভিতরে পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করেন যেখানে সম্ভাব্য সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে সুড়ঙ্গটি শক্তিশালীকরণের কাজ চলছে। কলকাতা মেট্রোর এই শীর্ষকর্তা এই অংশের ড্রইং-ও খতিয়ে দেখেন এবং কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশও করেন। এরপর শিয়ালদা ও এসপ্ল্যানেডের মধ্যে সুড়ঙ্গটি প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্ভাব্য সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন যাতে হাওড়া ময়দান-সল্টলেক সেক্টর ফাইভ এ পরিষেবা শুরু করা যায়।

তদন্ত কমিটির মুখোমুখি তন্ময়, কথা হবে মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। তাঁকে সাসপেন্ড করে তদন্ত কমিটি গড়ে সিপিএম। এবার সেই তদন্ত কমিটিরই মুখোমুখি হন দলের প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময়। ঘটনার তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই তিন সদস্যের কমিটি তৈরি করেছে সিপিএম। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন অঞ্জু কর। রয়েছেন আরও দুই সদস্য। নদিয়ার জেলা সম্পাদক সুমিত দে এবং নানুরের প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক শ্যামলী প্রধান। এদিন তাঁদের ডাকেই দুপুর ১২টা ২৬ মিনিট নাগাদ আলিমুদ্দিনে যান তন্ময় ভট্টাচার্য। ঢোকার মুখে শুধু বললেন, ‘পার্টি ডেকেছে তাই এসেছি’। সঙ্গে এও জানান আলাদা করে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। এদিন আলিমুদ্দিনে ঢোকার মুখে দেখা গেল তাঁর বুকে তিলোত্তমার ব্যাচ। প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁকে নানা প্রশ্ন করেন তদন্ত কমিটির তিন সদস্য। ২৭ অক্টোবর কী ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়ে তন্ময়ের কী বক্তব্য সবটা তাঁর

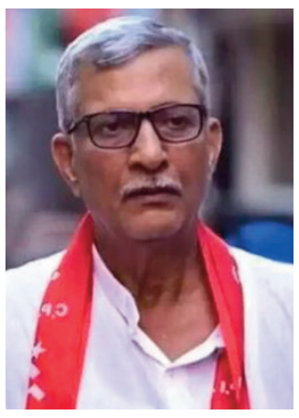

কাছে জানতে চাওয়া হয় বলে খবর। জিজ্ঞাসাবাদের শেষে তন্ময় ভট্টাচার্য জানান, তাঁর কাছে যা জানতে চাওয়া হয়েছিল, তা তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কুৎসা করা হয়েছে বলে এদিনও দাবি করেন প্রাক্তন এই বিধায়ক।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ অক্টোবর বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিতে গেলে তন্ময় ভট্টাচার্য তাঁর শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ তোলেন এক মহিলা সাংবাদিক। থানায় অভিযোগও জানান তিনি। গুরুতর এই অভিযোগ উঠতেই তন্ময়কে সাসপেন্ড করে সিপিএম। একইসঙ্গে অঞ্জু করের নেতৃত্বে গড়া হয় তদন্ত কমিটি। এদিকে সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে অভিযোগকারিণী ওই মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গেও কথা বলবেন কমিটির সদস্যরা। আরও একাধিক বিষয় খোঁজখবর নিয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান কমিটির অন্যতম সদস্য সুমিত দে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদেরও সাহায্য নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আরও কিছুদিন সময় লাগতে পারে।

সম্পাদকীয়

চিনের সঙ্গে পূর্বে ট্রাম্পের সম্পর্ক যা দেখা গেছে, ভারত আশাবাদী

ত্রিশোর্ধ্ব অপরাধে স্বীকৃত অপরাধী, এবং যৌন নিগ্রহের গোটা-আষ্টেক অভিযোগে দোষী ট্রাম্প দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট পদে এলেন, তার একটি কারণ তিনি ও তাঁর পার্টি কিন্তু বিপরীত দিকের এই দুর্বলতাগুলি চিনতে ভুল করেননি। বুঝেশুনেই তাঁরা নিজেদের অতীতযুগীয় রক্ষণশীলতা, নারীস্বাধীনতা-বিরোধিতা, শিক্ষাসংস্কৃতির অবমাননা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অভিবাসীর প্রতি আক্রমণ, এ সব নিয়ে কিন্তু-কিন্তু না করে জোর গলায় ঘোষণা করেছেন, ট্রাম্প জয় পেলে ধারাগুলি প্রবলতর হবে। বলা যেতে পারে, এক দিকে রিপাবলিকান পক্ষের স্পষ্ট অসহিষ্ণুতা, অন্য দিকে ডেমোক্র্যাট পক্ষের অস্পষ্ট চোরাগোপ্তা অসহিষ্ণুতা এ বারের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মূল সূত্র এটাই, নির্বাচনী ফলের রহস্যও নিহিত এখানেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজও কোনও মহিলা রাষ্ট্রনেত্রীর জন্য প্রস্তুত নয়, সুতরাং কমলা হ্যারিস এসে স্বপক্ষের জোর বাড়াতে পারেননি। আমেরিকার বাইরে এই প্রত্যাবর্তনের ফলাফল কেমন দাঁড়াবে? প্যালেস্টাইন আগ্রাসনে কোনও তারতম্য ঘটার কথা নয়, বরং ইজরায়েলের কট্টরপন্থী শিবিরের উল্লসিত প্রত্যাশা বাড়ছে। ইউক্রেন যুদ্ধের বেগ কমতেও পারে, যে-হেতু ট্রাম্প-পুতিন নৈকট্যের অন্তত আংশিক সত্যতা অনস্বীকার্য। পরিবেশ প্রশ্নে আমেরিকা হয়তো আবারও আক্রমণাত্মক অসহযোগে ফিরে যাবে, যেমন করে ২০১৭ সালে প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন গত বারের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারতের দিক দিয়ে আশা-হতাশার দোলাচল। এক দিকে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের কিছুটা স্বস্তি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমেরিকা বাংলাদেশের বর্তমান শাসনের অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, কিন্তু ট্রাম্প ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংখ্যালঘু-নিপীড়ন এবং নৈরাজ্য নিয়ে বহু কড়া কথা বলে ভারতের পক্ষে জোর জুগিয়েছেন। চিনের সঙ্গেও পূর্বতন ট্রাম্প প্রশাসনের অমিষ্ট সম্পর্কের স্মৃতি ভারতের আশার কারণ। অন্য দিকে, ট্রাম্পের আমলে শুল্কবিধি কঠোরতর হলে বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের উপর চাপ বাড়বে।

শব্দবাণ-৯৭

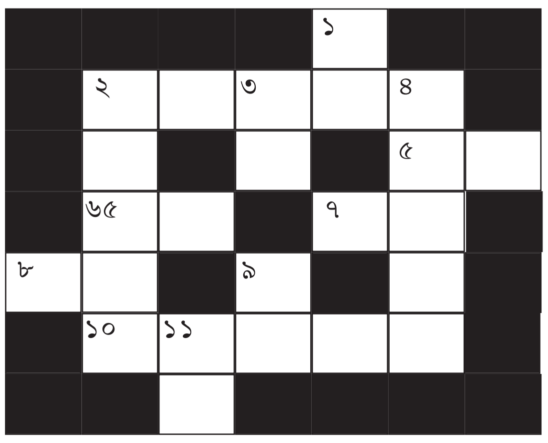

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. মাঝি ৫. পাশাপাশি থাকার ভাব ৬. আলতা ৭. না হলেই মুশকিল ৮. গোঁফ ১০. লতাগৃহ, লতাকুঞ্জ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নদীর আবর্ত, বাওড় ২. নৌকাদি জলযানের যাতায়াত ৩. প্রচলিত ৪. কলম রাখার পাত্র ৯. সূর্য ১১. টাল, ধাক্কা।

সমাধান: শব্দবাণ-৯৬

পাশাপাশি: ১. আর্জুনি ৩. অপাগা ৫. সময় ৬. জবান ৭. কায়স্থ ৯. চন্দ্রিমা ১১. তফাত ১২. ইস্তক।

উপর-নীচ: ১. আভাস ২. নির্ভয় ৩. অবীজ ৪. গাদন ৭. কানাত ৮.স্থগিত ৯. চড়াই ১০. মালিক।

জন্মদিন

আজকের দিন

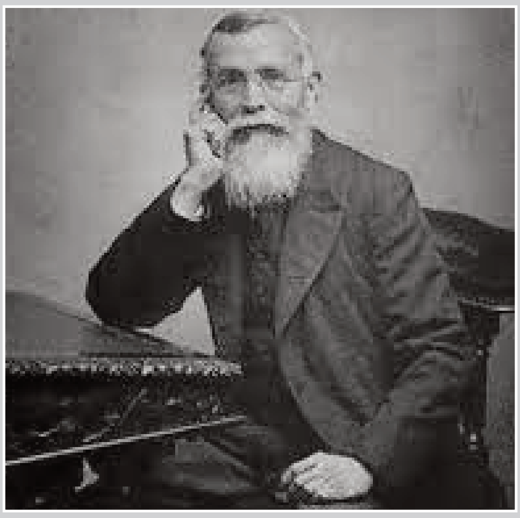

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৮ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামীর জন্মদিন।
১৯৬৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আশুতোষ রাণার জন্মদিন।

শীত কড়া নাড়ছে দোরে

সিদ্ধার্থ সিংহ

লিবিয়ার তরুণ কবি ও কথাসাহিত্যিক, যিনি প্রায় সব বিষয় নিয়েই লেখেন,*সেই মারিয়ান আহমেদ সালামা কিন্তু গল্প, উপন্যাস তো নয়ই, শীত নিয়ে সামান্য কয়েক লাইনের একটা কবিতাও কোনও দিন লেখেননি। শুধু তিনিই নন, লিবিয়ার জনপ্রিয় কবি খালেদ কাট্টাওয়া, কমল বেন হামেদা, এমনকী সুলেমন অল-বারুনিও শীত নিয়ে কোনও লেখা লেখেননি। লিখবেন কী করে! যাঁদের দেশে স্বাভাবিক তাপমাত্রার হার পঁতাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি, তাঁরা শীতটা টের পাবেন কী করে!

না, ওঁদের কোনও শীত নেই, শীতকালও নেই। শীত আছে আমাদের। তাই শীত পড়তে না-পড়তেই সার্কাস পার্টিরা তাঁবু ফেলতে শুরু করে দেয় যত্রতত্র। যাত্রাপালা শুরু হয়ে যায় কোথাও সাত দিন, কোথাও দশ দিন, তো কোথাও টানা পনেরো দিন ধরে। শুরু হয়ে যায় খেজুর গাছ কাটা। এখানকার খালে-বিলে সাইবেরিয়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে পরিযায়ী পাখি।

আমাদের শীতকাল আছে, তাই শীতের পোশাকআশাকও আছে রং-বেরঙের। আছে কমলালেবু। আছে নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা। আছে পিঠেপুলি। আছে দল বেঁধে কাছেপিঠে কোথাও বনভোজনে যাওয়া। কনকনে ঠান্ডায় শীতের মিঠে রোদ পিঠে মেখে আয়েশ করা।

শীতকে ঘিরে সব কিছুই আছে, কিন্তু শীত আছে কি! আগে, এমনকী আমার ছোটবেলাতেও শুনেছি, দুর্গাপুজোর শেষে ঠাকুর বিসর্জনের সময় দুর্গা প্রতিমাকে জলে ফেললেই পাড়ে দাঁড়ানো লোকজনের গায়ে যে জলের ছিটে এসে*পড়ত, সেই জলের ছিটের ওপরে ভর করেই নাকি শীত এসে ঢুকত।

কয়েক দিনের মধ্যেই লেপ-কাঁথা বের করতে হত। সন্ধেবেলায় বাড়ির উঠোনে কিংবা রাস্তার ধারে কাঠকুটো জ্বেলে দল বেঁধে সবাই বসে পড়ত আগুন পোহাতে।

শুধু শরীরে নয়, মনেও নয়, শীত কিন্তু চুপি চুপি ঢুকে পড়েছিল বাংলা সাহিত্যেও। একটু পাতা ওলটালেই দেখতে পাবেন, মধ্যযুগে, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে বা বারোমাস্যায় বারবার ধরা পড়েছে বছরের এই পঞ্চম ঋতু, পৌষ আর মাঘ মাসের শীত।

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কালকেতু উপন্যাসে*বলেছেন— 'পউষের প্রবল শীত সুখী যেজন। / তুলি পাড়ি আছারি শীতের নিবারণ / ফুল্লরার কত আছে কর্মের বিপাক। / মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক'

পরবর্তী কালে আধুনিক কবিরাও শীতকালের বন্দনা কিংবা বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এলো। / গানের হাওয়া শেষ না হতে। / মনে কথা ছড়িয়ে এলোমেলো। / ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।'

অন্য এক কবিতায় তিনি লিখছেন — 'এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরই জয়'। শীতকে তিনি মৃত্যুর প্রতীকেও প্রয়োগ করেছেন।

জসীমউদ্দীনের কবিতায় শীতকে আমরা পাই আমাদের নিজস্ব ঋতু হিসেবে। শীতকালের প্রবল ও আন্তরিক বর্ণনা তাঁর কবিতায় যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা সাহিত্যে আর কোনও কবির লেখায় বোধহয় তেমনটা হয়নি। 'রাখাল ছেলে' কবিতায় তিনি লিখেছেন — 'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে, / সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে। / আমার সাথে করত খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই, / সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই। / চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা, / বলছে ডেকে, 'গায়ের রাখাল একটু খেলে যা!'...

প্রকৃতির কবি, রূপসী বাংলার রূপকার জীবনানন্দ দাশ 'শীতরাত' কবিতায় লিখেছেন — 'এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে; / বাইরে হয়ত শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা।'

শুধু এই কবিতাতেই নয়, তাঁর বিভিন্ন কবিতায় বারবার ধরা পড়েছে, 'পউষের ভেজা ভোর', 'নোনাজল', 'আতাবন' 'চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত', 'ঝরিছে শিশির', 'পউষের শেষরাতে নিমপেঁচাটি' কিংবা 'কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিঁড়ি নদীটির তীর'।*

'এইসব ভালো লাগে' কবিতায় তিনি লিখেছেন — 'জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে*/ আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, ;আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল; / এই নিয়ে খেলা করে জানে*সে*যে বহুদিন আগে আমি করেছি কী ভুল / পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে, / পউষের শেষরাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার*সে*আমাদের দেশে / ফিরে এলো; রং তার কেমন তা জানে ওই টসটসে*ভিজে জামরুল, / নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফুট আঙুল।' কবিতা আর শীতরাতের হিমের প্রখরতা যেন জীবনানন্দের ভাবনায় একাকার হয়ে আছে।

বাদ যাননি শামসুর রাহমানও। তাঁর 'রূপালি স্নান', আর 'তার শয্যার পাশে' কবিতা দু'টিতে খুব সুন্দর ভাবে তিনি বন্দি করেছেন শীতের অনুষঙ্গ।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্য কানন' গ্রন্থের 'মানিনী নায়িকার মানভঙ' কবিতায় শীতের বর্ণনায় তুলে ধরেছেন বেশ খানিকটা কৌতুক ও হাস্যরস। তিনি লিখেছেন —

'বসানে ঢাকিয়া দেহ গুঁড়ি মেরে আছি। / উহু উহু প্রাণ যায় শীত গেলে বাঁচি / হাসিয়া নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ। / শীত-ভীত হয়ে এত ভাব কেন দুখ / ছয় ঋতু মধ্যে শীত করে তব হিত। / হিতকর দোষী হয় একি বিপরীত'

তাঁর কবিতায়, পুরুষের দৃষ্টিতে ছয় ঋতুর মধ্যে 'শীতকাল' সেরার সেরা ঋতু হলেও, মেয়েরা কিন্তু*সেটা মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, শীতের ভয়ে ভীত রমণীর শরীর ফেটে চৌচির, হাড় কাঁপানো শীতে যেখানে ঘর থেকে বেরোনোই দায়, যেখানে জল স্পর্শ করা প্রায় কল্পনাতীত,*সেখানে শীতকাল কী করে শ্রেষ্ঠ ঋতু হয়?

মহাকবি কালিদাস মনে করতেন, শীতকালে মেয়েদের কামভাব প্রবল হয় বলেই, পুরুষদের কাছে শীত এত উপভোগ্য। তাঁর এই মত খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে 'ঋতু সংহার' কাব্যগ্রন্থে।

ঠিক এই একই মতে বিশ্বাসী হয়ে কবি আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে 'ষট-ঋতু বর্ণন' খণ্ডে শীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে দেহ মিলনের এক মধুর চিত্র তুলে ধরেছেন।

আল মাহমুদ লিখেছেন — 'কখনো ভোরের রোদে শিশিরের রেনু মেখে পায় / সে পুরুষ হেঁটে যায় কুয়াশায় দেহ যায় ঢেকে।'

আবদুল মান্নান সৈয়দ অকপটে লিখেছেন — 'শীতের ঢেউ নামি আসবে ফের / আমার বুড়ো হাড়ে ঝনাৎকার।'

মহাদেব সাহা লিখেছেন — 'শীতের* সেবায় তবে*সেরে উঠি'।

আবিদ আজাদ বলেছেন — 'সব মরবে এবার শীতে / কেবল আমার ফুসফুসের পাতাঝরার শব্দ ছাড়া।

কবি নজরুল ইসলামের শীত নিয়ে লেখা 'শীতের সিন্ধু'র মতো কবি শেলী-ও লিখেছেন — 'ওহ্, উইন্ড ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্পিরিং বি ফার বিহাইন্ড।'

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য অবশ্য গরিব মানুষদের জন্য একটু অন্য ভাবে প্রার্থনা করেছেন। তিনি তাঁর 'প্রার্থী' কবিতায় লিখেছেন — 'হে সূর্য / তুমি আমাদের স্যাঁতসেতে ভিজে ঘরে / উত্তাপ আর আলো দিও / আর উত্তাপ দিও / রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।'

জাপানি কবি বাশো-ও তাঁর বেশ কয়েকটি হাইকুতে শীতকে দারুণ ভাবে ধরেছেন।

তরুণ কবি শর্মিলা পাল তাঁর 'বাংলা শীতকাল' কবিতায় লিখেছেন — 'চল ভাই রোজ যাই / গাংচিল সাই সাই /ঠক ঠক কাঁপছে / খেজুরের রস খাই...'

শুধু কবিতা নয়, শীতকাল নিয়ে নাটকও লেখা হয়েছে প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন — 'রক্তকরবী' (প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯২৬)। এই নাটকটি মূলত পৌষ মাসকে ঘিরেই লেখা। কাহিনি গড়ে উঠেছে গ্রামের ফসল কাটা এবং নবান্ন উৎসবের ওপর ভিত্তি করে।

পৌষের ফসল কাটা নিয়ে গানও বেঁধেছেন তিনি। লিখেছেন —'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে; আয় রে চলে, / আয় আয় আয়। / ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, / মরি, হায় হায় হায়।... / মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো; / ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুয়ার খোলো।'

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটা ঋতু নিয়েই গান লিখেছেন। কোনও ঋতু নিয়ে দেড়শোটা, তো কোনও ঋতু নিয়ে একশো পনেরো-কুড়িটা। আবার কোনও ঋতু নিয়ে তার চেয়েও বেশি। কিন্তু শীতকাল নিয়ে তিনি মাত্র বারোটি গান লিখেছেন।

শেক্সপিয়রও লিখেছেন শীতকালের ওপর ভিত্তি করে অনবদ্য একটি নাটক — উইন্টার টেল।

সাউথ কোরিয়ার জনপ্রিয় নাটক 'দ্যাট মেলোড্রামা দ্য উইন্ড ব্লোওজ'ও শীত নিয়ে লেখা একটি অসামান্য নাটক। যা আজও রমরম করে সমান তালে মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে।

বাংলা উপন্যাসেও বারবার খুঁজে পাই শীতের উপস্থিতি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটিতে শীতের বর্ণনা এমন ভাবে *দিয়েছেন যে, গরম কালে পড়লেও পাঠকের মনে এবং শরীরে শীত শীত লাগবেই। তিনি এক জায়গায় বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন — 'শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত, তখনো কুয়াশা নামে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ*সে*শোনে নাই।'

সোভিয়েত লেখক চেখভ অবশ্য অন্যান্য কবি লেখকদের মতো শীতকে আলাদা ভাবে কোনও গুরুত্ব দিতে চাননি । তিনি বলেছেন;'মানুষ সুখী হলে জানতে চায় না;এটি শীত না বসন্ত।'

ইমোজেন রবার্টসন তাঁর 'দ্য প্যারিস উইন্টার' উপন্যাসে বিশ শতকের প্যারিসের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে শীতেরও খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন।

রোমান্স কমেডি 'উইন্টার ইন টোকিও' বেশ সাড়া জাগানো কাহিনি। হ্যাপী এন্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক ইলানা তান এখানে ইতিবাচক হিসেবেই শীতকে পরিবেশন করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জ্যান টারল্যু লিখেছেন — 'উইন্টার ইন ওয়ারটাইম'। জার্মান বাহিনীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হল্যান্ডবাসীর শীত ও ক্ষুধার যন্ত্রণা জায়গা করে নিয়েছে এই ফিকশনে।

১৯৪০ সালে স্প্যানিশ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর ইউরোপে ফ্রান্স সেনাবাহিনীর দাপট নিয়ে সি জে স্যানসম লিখেছেন 'উইন্টার ইন মাদ্রিদ'। গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক বাজারে বেস্টসেলারের মর্যাদা লাভ করেছে। পাশাপাশি শীত নিয়ে লেখা ইসমত চুকতাইয়ের 'লিহাব' গল্পটি বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ প্রচণ্ড আপত্তি তুলেছিলেন। ফলে সেটি অশ্লীলতার দায়েও অভিযুক্ত হয়েছিল।

মাত্র কয়েক বছর আগে, ২০০৬ সালে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'ডেড অব উইন্টার' নামক ছোটগল্পে অস্ট্রেলিয়ান লেখক স্টিফেন ডিডম্যান তো শীতকে বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুতির কথা বলেছেন।

উল্টো দিকে আবার আর রেবেকা কে ওকোনর তাঁর 'ওয়ান মোর ইউন্টার' গল্পে শীতকে নতুন ভাবে আহ্বান জানিয়েছেন।

দেখা গেছে যে দেশে শীত আছে,*সেই দেশের কবি-সাহিত্যিকেরা শীত নিয়ে কম-বেশি কিছু না কিছু লিখেছেন। লিখছেন এবং লিখবেনও। সবাই যে সুখকর দিকগুলো নিয়েই লিখবেন তা কিন্তু নয়। শীতের বিরুদ্ধেও কলম ধরেছেন অনেকে। তাই প্রবাদে পরিণত হয়েছে — 'এক মাসে*শীত যায় না'। অর্থাৎ, মাঘ মাস এখানে বিপদের সংকেত। এতটাই বিপদের যে, শীতপ্রধান দেশগুলোতে তাই বয়স্ক লোকদের জন্য একটা কথা চালু আছে — এক শীতে টিকে যাওয়া মানে আরেক বার নতুন জীবন ফিরে পাওয়া।

এই শীতের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে মেলা। পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে বড় মেলা — গঙ্গাসাগর। এটা শীতকালেই হয়। ছোটবেলায় শুনতাম, ওখানে নাকি এত বীভৎস্য শীত পড়ে যে, সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সব থুত্থুড়ে বুড়োবুড়িরা যান, তাঁরা অনেকেই নাকি ফিরে আসেন না। ওখানকার শীতে কাবু হয়ে ওখানেই দেহ রাখেন। কিন্তু আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, তেমন শীত কোথায়!

ওখানেই দেখেছি, যতই ঠান্ডা পড়ুক, ওখানকার সাধুবাবাদের কিন্তু একেবারে উলঙ্গ হয়ে বসে*থাকেন। তা হলে কি ওঁদেরকে কোনও শীত ছুঁতে পারে না! আমার ধারণা, হয়তো ছুঁত, যদি না ওঁরা সারা গায়ে ছাইভস্ম মেখে থাকত।

শুধু সাধুবাবারা কেন, হীমশীতল শীতেও দেখেছি, যার হাত থেকে বাঁচার জন্য সবাই সোয়েটার, মাফলার, টুপি, গ্লাভস, গরম মোজা পরে আছে, তার চেয়েও বেশি ঠান্ডায় বহু ছেলেমেয়েই আরাম করে বরফের আইসক্রিম খাচ্ছে। তারাই বলেছে, শীতকালে নাকি আইসক্রিম খাওয়ার মজাই আলাদা। বিশেষ করে সঙ্গে যদি তেমন কেউ থাকে।*

তবে না, শীতকাল শুধু শিল্প-সাহিত্যেরই সময় নয়, উৎসবেরও সময়। নাট্য উৎসব। গান উৎসব। খাদ্য উৎসব। তাই শীত পড়লেই বেরিয়ে পড়ুন। তবে বেরোবার আগে মনে রাখবেন, এই সময় কিন্তু পৃথিবীর অনেকটা কাছে চলে আসে*সূর্য। তাই দিনেরবেলায় সব সময় সান'স ক্রিম মেখে বেরোবেন। কেন না, এই সময়েই সূর্য থেকে বেরোনো আশি শতাংশ ক্ষতিকারক রে আমাদের ত্বকের ক্ষতি করে।

পাশাপাশি এটাও জানিয়ে রাখি, ঠান্ডাতে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। ফলে শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

তবে হ্যাঁ, একটু বেশি ঠান্ডা পড়লেই আমরা সকাল বেলায় আর লেপের তলা থেকে বেরোতে চাই না। ঘুম থেকে দেরি করে উঠি। মনে করি, আজ আর মর্নিংওয়াকে যাব না। যোগা করব না। কিন্তু সেটা একেবারেই উচিৎ নয়। ঘুম থেকে উঠে যত বেশি পরিমাণে যোগা করতে পারবেন ততই আপনার শরীরের জন্য মঙ্গল। কারণ শীতকালে শরীর থেকে খুব তাড়াতাড়ি ক্যালোরি বেরিয়ে যায়। আর যারা খুব রোগা, কিছুতেই মোটা হচ্ছেন না, তারা এই সময় বেশি করে খান। কারণ, শীতকালে শরীরের ওজন বাড়ানো খুবই সোজা। কিন্তু যাঁরা বেশি মোটা, তাঁরা দয়া করে নলেন গুড়ের সন্দেশ দেখলে কিন্তু হামলে পড়বেন না। তা হলেই গেল! এই কথাগুলো মাথায় রেখে একেবারে জমিয়ে কাটান শীতকাল। কারণ ইতিমধ্যেই দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছে শীতকাল!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আবাসের ঘরের তালিকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ, তৃণমূল সদস্যকে ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকের রামেশ্বরপুর বরুনহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮, নম্বর বুথের দাসপাড়া আবাস যোজনার কারচুপির করার অপরাধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে টিএমসি পঞ্চায়েতের মেম্বার। দীর্ঘদিন অভিযোগ এখানকার যে তৃণমূলের মেম্বার নিজের দলীয় কর্মী সমর্থক এমনকি পছন্দের গ্রামবাসীকে নামের তালিকা করে দিয়ে আবাস যোজনা ঘর পাইয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি করেছে। যারা প্রকৃত উপভোক্তা যাদের নেই কোনও ঘর দুস্থ গ্রামবাসী তাদেরকে ঘর না দিয়ে যাদের একতলা বাড়ি এমনকি সরকারি চাকরি করে তাদেরকে ঘর দেওয়ার জন্য নামের তালিকা তৈরি করেছে। এমনকি উপভোক্তা পঞ্চায়েতকে জানাতে গেলে সেখানে শাসকদলের নেতারা তাদেরকে রীতিমতো হুমকি দিত বলে অভিযোগ।

হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের নামের তালিকা আসে সেই তালিকা দেখে যারা অযোগ্য তাদের নম্বর দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। এই প্রথম হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছে দুর্নীতি হয়েছে কিনা জানিনা সঠিক উপভোক্তারা, এবার আবাস যোজনা ঘর পাবে হাসনাবাদ বিডিও অলিম্পিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি প্রশাসনের আধিকারিকরা এই বিষয়টা দেখছেন সঠিক উপভোক্তা ঘর হবে বলে আশ্বাস দেন হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

বেপরোয়া পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু ৩ প্রাতঃভ্রমণকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জাতীয় সড়কের ধারে প্রাতঃভ্রমণ করার সময় বেপরোয়া পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিনজনের। আহত হয়েছেন গাড়ির চালক। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ভর্তি করানো হয়েছে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। শনিবার ভোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কাবুয়ারোড এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই ঘটনার পর স্থানীয় গ্রামবাসীরা সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সড়কে ট্রাফিকের দাবি তুলেও সাময়িক সময়ের জন্য বিক্ষোভ দেখান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। মৃত ও আহতদের উদ্ধারের পর প্রথমে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল পরে, চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। ঘাতক পিকআপ ভ্যানটি আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিনজনের নাম ফেকন লাল রাম (৬১), সুরেশ খৈতান (৬০) এবং দিলীপ সাহা (৫৫)। এদের তিনজনেরই বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসিহাট্টা এলাকায়। আহত ম্যাজিক ভ্যান চালকের নাম হেলাল শেখ (৩২)। তার বাড়ি চাঁচল থানা স্বরূপগঞ্জে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ভোরে বাড়ি থেকে সামান্য দূরে তুলসিহাটা এলাকার পাঁচজন প্রবীণ ব্যক্তি কাবুয়ারোড এলাকার কালীমন্দির সংলগ্ন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে প্রাতঃভ্রমণ এবং শরীরচর্চা করছিলেন।

সেই সময়ই চাঁচল থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের দিকে আসার সময়ই একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেপরোয়া ভাবে এসে সরাসরি তিনজনকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ওই তিনজন প্রবীণ ব্যক্তির মাথায় চোট পান। তড়িঘড়ি তাঁদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে নিকটবর্তী হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। আর এরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, 'প্রতিদিনের মতো এদিন সকালে তুলসিহাটার ৫ জন ব্যক্তি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন কাবুয়ারোড এলাকায়। সেখানে কালীমন্দিরের পাশে ওই তিন প্রৌঢ় শরীর চর্চা করছিলেন। হঠাৎ দ্রুত গতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান তাদের সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। বারবার এভাবে জাতীয় সড়কে অনেক যানবাহন দ্রুতগতিতে চলছে, যার কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে। প্রশাসনকে বলব এগুলোর দিকে একটু নজর রাখতে এবং প্রয়োজনমতো জনবহুল এলাকার জাতীয় সড়কের মোড়গুলিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা করার জন্য।'

চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আহত গাড়ি চালক চিকিৎসাধীন। ওই পিকআপ আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। গাড়ির মালিকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864

রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭

ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	সুনীল কুমার আগরওয়াল	০০০৮৮৮৭	১৭৭২	৩২৮৬৫০১-৩২৮৮২৫০	১৭৫০
২.	শর্মিলা জৈন	০০০১৮৮২	৩৫৪	২৭৭০০১-২৮০৫০০	৩৫০০
৩.	এন বালাকৃষ্ণাণ	০০১১২৭১	২২১৬	৪১৭১৫৫১-৪১৭৩৩০০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়াতে, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৯ নভেম্বর, ২০২৪

দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যকে বিঁধলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির শেষ দিনের বক্তব্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ ও রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার মেদিনীপুর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে এসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতি নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের দীর্ঘসুত্রিতায় মানুষ সন্তুষ্ট নন। তবে উনি চলে গেলেও কোর্ট থাকছে। সুপ্রিম কোর্টের উপর মানুষের ভরসা আছে। তাড়াতাড়ি আরজিকরের বিচার হোক তারা এই আশা করেন । মথুরাপুরে সোশ্যাল মিডিয়া কনভেনার বিজেপি কর্মীর মৃত্যু সহ লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা গায়েব নিয়েও মুখ খোলেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ। মথুরাপুরে বিজেপি কর্মী খুন প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন বলেন, জেলায় জেলায় বিরোধীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। খুন করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ট্যাব এবং গরিব মানুষদের আবাস দুর্নীতির পর সহ লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা গায়েব হয়ে যাওয়া নিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, রাজ্যজুড়ে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি কত ব্যাপকভাবে হয়েছে। যারা রিভিউ করতে এসেছে তাদের ভয় দেখ ানো হচ্ছে। তাই এই সরকার না গেলে দুর্নীতি বন্ধ হবে না। মেদিনীপুর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে দিলীপ ঘোষ এদিন সদর ব্লকের দেউলডাঙা, কাশিজোড়া সহ আরও কয়েকটি এলাকায় প্রচার সারেন।

দশমের পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগে ফরেনসিক টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটায় দশম শ্রেণির পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগে ঘটনাস্থলে ফরেনসিকের দু'জনের একটি টিম। নভেম্বরের ১ তারিখে গাইঘাটায় দশম শ্রেণির পড়ুয়াকে ধর্ষণের ঘটনায় ২ তারিখ অভিযোগ দায়ের হয়। ওই রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বর্তমানে অভিযুক্ত পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। শনিবার ঘটনাস্থলে আসেন ফরেনসিক টিম। তারা ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ করেছে।

সূত্রে খবর, দু'টি জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হবে। একটি যায়গায় যেখানে ধর্ষণের চেষ্টা কার হয়। তার কিছুটা দূরে আরও একটি জায়গায় যেখানে যেখানে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের পর থেকে জায়গা দু'টি ঘিরে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি এদিন গাইঘাটার দশম শ্রেণির ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে ঠাকুরনগরে প্রতিবাদ মিছিল শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা। গাইঘাটায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগের প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা ঠাকুরনগরে প্রতিবাদ মিছিল করলেন শিক্ষক ও সংগঠনের সদস্যরা।

এদিন ঠাকুরনগর হাই স্কুল থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেন এবিটিএ এবং এবিপিটিএ সংগঠনের সদস্যরা। ঠাকুরনগর হাই স্কুলের মাঠ থেকে ঠাকুরনগর বাজার পর্যন্ত এই মিছিল হয়। তারা দশম শ্রেণির ছাত্রীর ধর্ষণের বিচার চাইছেন এবং তাদের প্রিয় ছাত্রীর নিরাপত্তা চাইছেন। তাঁরা বলছেন, ছাত্রীরা রাতে দিনে যখন ইচ্ছা পড়তে যাবে, প্রশাসনের তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। একই সঙ্গে তাঁরা দাবি করেন, গাইঘাটায় ধর্ষণে ধৃতের আত্মীয় শাসকদল ঘনিষ্ঠ। অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে বা যারা এই ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন তাঁদেরও শাস্তি দিতে হবে।

খনির মালিকের বিরুদ্ধে ফোনে হুমকির অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আলোচনা না করে প্যাচের কাজ শুরু হতেই কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। ফোনে গ্রামবাসীদের হুমকি ও গালিগালাজ প্যাচ মালিক কর্তৃপক্ষের বলে অভিযোগ। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল সমস্যা মিটে গিয়েছে দাবি মালিকপক্ষের প্রতিনিধির। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সোনপুর বাজারি প্রকল্পের নবগ্রাম সংলগ্ন হাসডিয়া নামে খোলামুখ খনীতে।।

খনি সংস্থা ইসিএলের সোনপুর বাজারি প্রকল্পের নবগ্রাম সংলগ্ন হাসডিয়া খোলা মুখ খনিতে কয়লা উত্তোলনের দায়িত্ব পেয়েছে দে গ্রুপের একটি বেসরকারি সংস্থা। ১০-১৫ দিন আগে সংস্থা কয়লা উত্তোলনের জন্য মাটি কাটার কাজ শুরু করতে সেই কাজে বাধা দেয় পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবগ্রাম এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। খনিতে ক্রমাগত ব্লাস্টিংয়ের কারণে এলাকার ঘরবাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। খনি সম্প্রসারণের জন্য মাটি কাটা হলেও জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না জমির মালিকদের বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

শেখ কারিবুল, শেখ জিয়াউদ্দিন জানান সেই সময় কাজ বন্ধের পর খনি কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক হয় গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের দাবি পূরণ ও তাদের সাথে আলোচনা করেই কাজ শুরু করা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শুক্রবার গ্রামবাসীদের না জানিয়ে ফের ওই বেসরকারি সংস্থা মাটি কাটার কাজ শুরু করে। তিনি বলেন, শুক্রবার তাঁর পিতা গত হয়েছেন এবং তাঁকে মাটি দেওয়ার জন্য তাঁদের সমাজের সমস্ত প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিল পাশাপাশি তার আত্মীয়-স্বজনরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। হঠাৎ সেই সময় জোরালো ব্লাস্টিংয়ের আওয়াজ শুনে আত্মীয়-স্বজনরা ভূমিকম্প বলে দৌড়ে পালাতে যান।

যদিও তিনি দাবি করেন, এটা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ শুরু হবে বলা সত্ত্বেও কেন কোম্পানি আবার নতুন করে মেশিন পাঠিয়ে কাজ শুরু করতে চাইছে? গ্রামবাসীরা যখন কোম্পানির মেশিন বন্ধ করতে আসে সেই সময় প্যাচ মালিক বাপি দে ফোনে গালাগালি করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। গ্রামবাসীদের দাবি, প্যাঁচের মালিক বাপি দেকে সশরীরে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। এর পরই* উত্তেজিত গ্রামবাসীরা কাজ বন্ধ করে দেন। বেসরকারি সংস্থার এক আধিকারিক গ্রামবাসীদের একজনকে কাজ বন্ধ করার জন্য ফোনে গালাগালি দেন বলে অভিযোগ। এই খবর চাউর হতেই গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। শনিবার সকালে খোলামুখ খনির সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেয় বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেসরকারি সংস্থার কয়েকজন প্রতিনিধি। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় সিআইএসএফের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশও।

বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি হিরু বেজ বলেন, গ্রামবাসীদের সঙ্গে ছোট ঘটনা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কেউ গালাগালি করেনি, সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। বলেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ করা হবে। ঘটনার জেরে এদিন বেলা ১১ টা থেকে ২ টো পর্যন্ত খনি চত্বরে থাকে উত্তেজনা বন্ধ হয়ে যায় কাজ।

জওয়ানের মৃত্যুতে গান স্যালুট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক আইটিবিপি জওয়ানের। বছর আটতিরিশের মৃত ওই জওয়ানের নাম বিকাশ শুক্লা। বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের সাত নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।

অরুণাচল প্রদেশের তেজোতে ২৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের হেড কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন বিকাশ। গত ৭ নভেম্বর ব্যারাকেই তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। শনিবার দেহ আসে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের বাড়িতে। এখানেই গান স্যালুট দেন আইটিবিপির জওয়ানরা। রঘুনাথপুর শহরজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে ওই জওয়ানের দেহ আসতেই।

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শুভজিৎ দে** সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ১.৫০ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৪১৯ এবং এলআর দাগ নং ৩৪৬, এবং তৎসহ একতলা এরিয়া ৪৮৩ বর্গফুট নির্মাণ এবং দোতলা এরিয়া ৫২৮ বর্গফুট নির্মাণ এবং ০২ ডেসিমেল তৎসহ ২০০ বর্গফুট নির্মাণ আরএস দাগ নং ৪২৪ এবং এলআর দাগ নং ৩৪৭, মৌজা আয়েসপুর, জেএল নং ০৯, তৌজি নং ১৩, এলআর খতিয়ান ৭৬৬ এবং ৭৮৯ এবং বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৬৪২ এবং ৪৭৭/১, আরএস দাগ নং ৪১৯ এবং ৪২৪ এবং এলআর দাগ নং ৩৪৬ এবং ৩৪৭, স্থানীয় বিরোহী -১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : হরিণঘাটা, জেলা নদিয়া, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১৩০৯০০১১৬-২০২১, কিন্তু কোনও স্বত্ব দলিল তাঁর হেফাজতে নেই।

যে ,আমি আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করিতেছি এবং আমার কাছে ১৩ বছরের কোনও স্বত্ব নথি সংগ্রহে সমর্থ হইনি। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিষয়ে কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রামাণ্য নথি সহ নোটিশ পাঠাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

শ্রীমতি সুরশ্রী দাঁ, অ্যাডভোকেট
মো : ৮২৪০৭১৯৭৫৯
৪, গভ. প্লেস, ওলিসা হাউস,
বি বি ডি বাগ, দোতলা,
রুম নং : ১ডি, কলকাতা : ৭০০০০১

UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি,
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত মতে লকারধারীদের জন্য সেফ ডিপোজিট লকারের ব্যবস্থা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় লকারের ভাড়া মেটানো হয়নি ফলে বিলম্বে/প্রদান না করায় বহু পরিমাণ বকেয়া পড়েছে। সংশ্লিষ্ট লকারধারীদের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ভাড়া প্রদানের জন্য কিন্তু সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনও ভাড়া দাখিল করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম (এসওএল আইডি)	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ (টাকা জিএসটি বহির্ভূত)	বকেয়া হইতে
১	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	BA094	কুনাল ব্যানার্জি	২৪৬১৯	২৩.০৫.২০২০
২	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	LA631	সুনন্দ কোঠারি	৩৪১৯১	১৭.০৪.২০১০
৩	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	MA655	তুষার গোয়েনকার	১৫৭০৩	১৬.০৬.২০১৮
৪	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	MF675	শ্বেতা বৈদ	৫৩৯৬১	০৬.১২.২০১৮
৫	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	NB757	কৃষ্ণা দেবী নেওয়ার	১৭৯৫১	২২.০৮.২০১২
৬	এলএলআর সরণি (০২৮৬)	XA018	শুভাশিষ মজুমদার	৪৪৬৭৬	১২.০৩.২০০৯

লকারধারীদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি **১৯.১১.২০২৪** তারিখের পর ভেঙে খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারের মধ্যে থাকা সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, অংশত/সমুদয় নিলাম করা হবে ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য আবশ্যক মতে। লকারে থাকা অবশিষ্ট সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, ব্যাঙ্কের হেফাজতে রাখা হবে সংশ্লিষ্ট লকারধাকীদের ঝুকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে। কোনও কারণে লকারে থাকা সামগ্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হলে লকারধারীরা বকেযা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। আগ্রহী লকারধারীগণ তাদের লকার পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে, অনুগ্রহ করে **১৮.১১.২০২৪** তারিখের মধ্যে শাখায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১০.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা **জোনাল অফিস, কলকাতা**

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে উত্তপ্ত বর্ধমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে উত্তপ্ত বর্ধমান ১ অঞ্চলের শিবপুর দিঘিরপাড় বালিঘাট মোড় এলাকা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

আবারও প্রকাশ্যে এল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যার জেরে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বর্ধমান ১ অঞ্চলের শিবপুর দিঘিরপাড় বালিঘাট মোর সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ের সামনে। বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তোলে অপর তৃণমূলের গোষ্ঠী। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেন বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজিনা বিবি। ঘটনায় দু'পক্ষের তিন থেকে চার জন আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেজিনা বিবি জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যারা তোলাবাজির অভিযোগ করছে তারা সেটা প্রমাণ করুক। যারা অভিযোগ করছে তারাই তোলাবাজ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে যখন তৃণমূল কর্মীরা বসেছিল সেই সময় আচমকা তৃণমূলেরই অপর গোষ্ঠী হামলা চালায়। কী নিয়ে ঝামেলা তা কারও জানা নেই। তবে এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছে তৃণমূলের এই দুই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে। ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকা থমথমে।

অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি টাকা লোপাটে বর্ধমান পুরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্ট সহ আটজনের বিরুদ্ধে নাগপুরে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অ্যাকাউন্ট থেকে ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা লোপাট হওয়ার ঘটনায় সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর, নাগপুর সাইবার ক্রাইম তদন্ত নেমে বর্ধমান পুরসভার এক অ্যাকাউন্ট্যান্ট সহ আটজনের বিরুদ্ধে নাগপুরে মামলা দায়ের করল।

অ্যাকাউন্ট থেকে এক কোটি ৪১ লক্ষ টাকা লোপাটের ঘটনায় বর্ধমান পুরসভার এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করল নাগপুর পুলিশ। তাঁকে সেখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত সহ পুরসভার আট আধিকারিক মহারাষ্ট্রের নাগপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। তদন্তকারীরা মনে করছেন, চেক ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই আধিকারিকের ভূমিকা রয়েছে। যদিও পুর কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, সবটাই সাইবার অপরাধীদের কাজ। তারা দু'টি চেক থেকে টাকা তুলেছিল। একটিতে ৪৮ লক্ষ এবং অন্যটিতে ৯৩ লক্ষ টাকা ছিল। ৪৮ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে ফেরত পাওয়া গিয়েছে। বাকি টাকাও দ্রুত ফেরত দেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে।

বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'আমাদের আধিকারিকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। আইনজীবী নিয়ে তিনি নাগপুর যাবেন।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে পুরসভার অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকা তোলা হয়েছে। চেকের মাধ্যমে দু'ধাপে টাকা তোলা হয়েছিল। পুরসভা বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করে। নাগপুর থেকে টাকা ওঠায় সেখানকার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সাইবার থানায় অভিযোগ করে। পুলিশ তদন্তে নেমে পুরসভার ওই আধিকারিকের নাম পায়। তারপরই তাঁকে চিঠি দিয়ে ডাকা হয়।

এক আধিকারিক বলেন, সাইবার অপরাধীরা সাধারণত অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা তোলে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা চেকের মাধ্যমে টাকা তোলায় বেশ কিছু সংশয় রয়েছে। পুরকর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি থানায় জানানোয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়। তা না হলে সে টাকা তুলে নিত। সম্প্রতি আসানসোল পুরসভার টাকা উধাও হয়েছে। তবে সাইবার অপরাধীরা এখন বিভিন্ন কৌশলে টাকা হাতাচ্ছে। চেক ক্লোন করে তারা টাকা তুলেছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোটা অঙ্কের টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে লোপাট হয়ে যাওয়ায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও তদন্তে নামে। পরে জানা যায়, মহারাষ্ট্রের নাগপুরের একটি ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা তোলা হয়েছে। পুলিশের দাবি, সাইবার অপরাধীরা এখন সরকারি অ্যাকাউন্টগুলিকে টার্গেট করছে। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের টাকা হাতিয়েছে। তবে বর্ধমান পুরসভার চেক কী ভাবে ক্লোন হল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। চেকে সই নকল করা হয়। সবকিছুই নিখুঁতভাবে করা হয়েছে। সেকারণেই সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে কি না, সেটা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'তদন্তকারীরা তাঁদের মতো করে সবকিছু দেখছেন। তবে আমাদের বিশ্বাস, কোনও আধিকারিক এর মধ্যে যুক্ত নন। আইনজীবীরা গিয়ে তদন্তকারীদের সামনে যুক্তি তুলে ধরবেন। আমরা সব টাকা পেয়ে যাব বলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে আমরা আরও বেশি সতর্ক থাকব।'

মহাভারতের দৃশ্যে জগদ্ধাত্রী মণ্ডপের কাজ জোরকদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছাতনা চণ্ডীদাস পল্লি আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পূজার ২৯তম বর্ষের মণ্ডপ তৈরির শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। প্রতিবছরের মতো এই বছরও অভিনব মণ্ডপ সজ্জার মাধ্যমে চমক দিতে চলেছে এই পুজো কমিটি। হাতে গোনা মাত্র কটা দিন তারপরই জগদ্ধাত্রী পুজো। ছাতনার এই মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে মহাভারতের একটি দৃশ্যের ওপর। গিরিগোবর্ধন পর্বতের ওপর থাকবেন মা জগদ্ধাত্রী।

পুরাণ অনুযায়ী কোনও একসময় দেবরাজ ইন্দ্রের প্রকোপে ব্রজভূমিতে ভয়ংকর বর্ষার পরিবেশ গড়ে উঠলে ব্রজবাসীরা গৃহছাড়া হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীর এই দুঃখের দিনে গোবর্ধন পর্বতকে নিজের কড়ি আঙুলে তুলে তার নীচে সমস্ত ব্রজবাসীদের আশ্রয় দেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসীদের রক্ষা করার এই দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে ছাতনা থানাগড়ার সামনে পুরানো বাসলি মন্দির সংলগ্ন চত্বরে। মণ্ডপ সজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাইউড,ঝিনুক। ১০ লাখ টাকার বাজেট নিয়ে আয়োজিত হতে চলেছে ছাতনা চণ্ডীদাস পল্লির এই জগদ্ধাত্রী পূজো। এই মণ্ডপ দর্শনার্থীদের বেশ নজর কাড়বে বলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক সম্পাদক শংকর চক্রবর্তী।

Indian Bank ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪এ
দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১১.১২.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী সুমিত কুমার জানা পিতা শ্রী সুবোধ কুমার জানা এবং শ্রীমতি বেবি জানা দে স্বামী সুমিত কুমার জানা, ফ্ল্যাট নং ৩-১, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ১১৯১ (৪৫/২২সি) মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, থানা :পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০০৬০, ব্রাঞ্চ : টালিগঞ্জ-২।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৬০০ বর্গফুট নং ৩-১, ৪র্থতলে (দক্ষিণ দিকে), ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি , জি-৩ তলা ভবনে, প্রেমিসেস নং ১১৯১, পরিচিত ৪৫/২২সি, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৩ ছটাক ৫ বর্গফুট, মৌজা : বেহালা, জেএল নং ২, আরএস খতিয়ান নং ৫১৪,আরএস দাগ নং ৬১১৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,ওয়ার্ড নং ১২৯, কেএমসি অধীন, **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** মণি বালা দে এর জমি এবং ভবন, **পূর্বে :** বিশ্বনাথ সাপুই এর বাকি জমি, **পশ্চিমে :** ১০৯ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৯,৯৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৯৯,৫০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30003977092 ছ) ১৩,৯২,০০০.০০ টাকা (তেরো লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা) ২৯.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ
২	**শ্রী সানি কুমার দাস পিতা শ্রী যমুনা দাস, "স্বপ্নদীপস অ্যাপার্টমেন্ট", জ্ঞানেন্দ্র পল্লি,পো : অশ্বিনী নগর, থানা : বাগুইআটি। জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৫৯, শ্রী রবি কুমার দাস, পিতা শ্রী যমুনা দাস, "স্বপ্নদীপস অ্যাপার্টমেন্ট", জ্ঞানেন্দ্র পল্লি,পো : অশ্বিনী নগর, থানা : বাগুইআটি। জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৫৯, শাখা :টালিগঞ্জ-২।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০৩, চতুর্থতলে,উত্তর-পূর্ব কোনের দিকে (মার্বেল মেঝে) (জি-৩ তলা ভবন লিফট সুবিধা সহ), পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৯৬৫ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ খোলা কিচেন, ২ টয়লেট, প্রেমিসেস অবস্থিত জ্ঞানেন্দ্র পল্লি, পো : অশ্বিনী নগর, থানা : বাগুইআটি, জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৫৯, সিএস দাগ নং ৪৫০, আরএস দাগ নং ৫৮৬, সিএস খতিয়ান নং ২৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৫১৩, অবস্থিত মৌজা:জ্যাঙ্গরা,জেএল নং ১৬, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, ওয়ার্ড নং ২৮, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তি জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সকল সুবিধা সমন্বিত। স্বত্বাধিকারী : শ্রী সানি কুমার দাস এবং শ্রী রবি কুমার দাস, **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** লিফট, সিঁড়ি এবং পবে ফ্ল্যাট নং ৩০১, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** আদিত্য মিস্ত্রির ভবন, **দক্ষিণে :** উৎপল মিস্ত্রির ভবন, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া রোড, **পশ্চিমে :** মা কালীর মন্দির।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩১,৩৯,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩১,৩৯,০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30303194680 ছ) ৩৩,৫৫,৩১০.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার তিনশ দশ টাকা) ২৯.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ
৩	**শ্রী কল্লোল সরকার, ৮১, শান্তিনিকেতন, এমজি রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা -৭০০০৮২, শ্রীমতি কল্যাণী সরকার, ৮১, শান্তিনিকেতন, এমজি রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা -৭০০০৮২ । শাখা : টালিগঞ্জ-২।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি সমুদয় দোতলা (এস বি এ-৭০২ বর্গফুট) , ২ রুম, বাথ এবং প্রিভি,বারান্দা এবং সমুদয় তিনতলা (এস বি এ -৬৪৮ বর্গফুট) এবং ছাদ এর ব্যবহারের অধিকার , পৃথক চলার পথ এবং অবিভক্ত ২/৩ অংশের মালিকানা জমির পরিমাণ ১ কাঠা ২ ছটাক ৩০ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০৩, বালিগঞ্জ গার্ডেন, থানা : গড়িয়াহাট, ওয়ার্ড নং ৬৮, কলকাতা: ১৯, রেজিস্টার্ড অফিস এডিএসআর-২, আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০১৯, কল্লোল সরকারের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ (কেএমসি সড়ক, হোল্ডিং নং ১১, ১২ এবং ১৩), **দক্ষিণে :** অংশত প্রেমিসেস নং ১০৩, বালিগঞ্জ গার্ডেন, **পূর্বে :** ১০২, বালিগঞ্জ গার্ডেন, **পশ্চিমে :** ১০৪, বালিগঞ্জ গার্ডেন।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৪৮,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪৮,০০,০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30032380275 ছ) ৮৭,১৭,২৬১.০০ টাকা (সাতাশি লাখ সতের হাজার দুশো একষট্টি টাকা) ৩১.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট (www.indianbank.in)	ই-নিলাম ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in)

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগ নং ৮২১০৪৩৮৮১৫ (অনুমোদিত অফিসার) এবং ৯৫৪৭৭৬৯৬৪৫ (শাখা ম্যানেজার)

তারিখ : ৩০.১০.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

‘ওরা আমায় বাঁচতে দেবে না’ মাকে শেষ কথা দ্বাদশের ছাত্রীর, দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: প্রাইভেট টিউশন পড়ার পর রাস্তায় বেরিয়ে মাকে ফোন করেছিল ছাত্রী। সেই কথা ‘ওরা আমায় বাঁচতে দেবে না’ এই কথা বলার পরেই ফোনের লাইন কেটে যায়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কালনার জিউধারা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রেলে কাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয় শুক্রবার রাতে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ছাত্রীর নাম অঙ্গনা হালদার। তার বাড়ি ধাত্রীগ্রাম এলাকায়। প্রতিদিনই মায়ের সঙ্গে কালনার শহরে একটি ইংরেজির গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যায় ওই ছাত্রী। শুক্রবারও ওই ছাত্রী পড়তে যায়। অন্যদিনের তুলনায় এদিন কিছুটা আগেই ছুটি দিয়ে দেন ওই শিক্ষক তার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের। আর সেই মতো কিছুটা সময় আগেই বেরিয়েছিল ওই ছাত্রী। রাতেই কালনা জিআরপি অফিসের সামনে হাজির হয় মৃতের

পরিজনরা। হাজির হয় কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগও। বিধায়ক জানান, ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষ। পুলিশ তদন্ত করলেই পুরো বিষয়টি জানা যাবে।

শনিবার কালনা জিউধারা রেল গেট সংলগ্ন এলাকায় ছাত্রীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় সামনে আসে সিসিটিভি ফুটেজ। সেখানে দেখা যায় সিসিটিভি ফুটেজে ওই ছাত্রী কালনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যাচ্ছে। পিঠে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে শুক্রবার সন্ধে ৬.৩৭ নাগাদ। তার কিছুক্ষণ পরই সন্ধে সাতটা নাগাদ তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় জিউধারা রেল গেট থেকে। শনিবার সকালে কালনা জিআরপি অফিসে মৃতের পরিবার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে এমনই সন্দেহ নিয়ে, লিখিত অভিযোগ জানায় কালনা জিআরপি থানায়।

মৃতের কাকা দাবি করেন, মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। এর পেছনে রয়েছে রহস্য। একই সঙ্গে মৃত্যুর আগে ওই ছাত্রী অঙ্গনা হালদার তার মাকে ফোন করে সে বলে ‘ওরা আমায় বাঁচতে দেবে না’ এই কথার পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ছাত্রীর যে মৃত্যু ঘটেছে তা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এর মধ্যে রয়েছে রহস্য, সেই কারণেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পরিবারের পক্ষ থেকে ফরেনসিক ময়নাতদন্তের দাবি তুলেছেন মৃতের পরিবার। তাই মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শনিবার দুপুরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে হাজির হন। তিনিও মৃত্যুর সঠিক তদন্ত হোক এমনই দাবি জানিয়েছেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রয়েছে চাঞ্চল্য।

পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হচ্ছে স্কুল ছাত্রীকে খুন করা হয়েছে এর সঠিক তদন্ত চাই।

রহস্যজনক ভাবে ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে কালনা থানায় বিক্ষোভ দেখাল ও ডেপুটেশন দিল কালনা শহরের বাম সংগঠন। বাম সংগঠনের দাবি, রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের নিরাপত্তা থাকছে না। বিশেষ করে প্রত্যেকটা ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের যোগ রয়েছে খুন ও ধর্ষণের ক্ষেত্রে। সেই কারণে কালনার এই ঘটনা। এই রহস্যজনক মৃত্যু। পরিবার যখন বলছে খুন হয়েছে তা হলে এর সঠিক নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছে কালনা বাম সংগঠন। বামসংগঠনের দাবি হল, নিরপেক্ষ তদন্ত। এই নিয়েই শনিবার সন্ধ্যায় কালনা থানায় ডেপুটেশন দেয় এবং পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখায় কালনার বাম সংগঠন।

দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির নেতা খুন, নেপথ্যে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উস্থি: প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের জেরে এক বিজেপি নেতার গোপনাঙ্গে ব্লেডের আঘাত করে খুনের অভিযোগ। শুক্রবার গভীর রাতে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার উস্থি থানার দ্বীপের মোড়ের কাছে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের ভেতর থেকে পৃথ্বীরাজ নস্করের (৩৩) ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সুজাতা পোদ্দার। স্থানীয় প্রাণবল্লভপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। ধৃতের বিরুদ্ধে খুন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর লোকসভার বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ার কনভেনারের দায়িত্ব সামলাতেন আটপাড়ার বাসিন্দা পৃথ্বীরাজ। গত ৪ রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। গত ৭ তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধে নাগাদ উস্থি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল পরিবারের পক্ষ থেকে। তারপর থেকে পরিবারের লোকজনেদের পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে পৃথ্বীরাজের খোঁজ চালানো হচ্ছিল। খোঁজ না মিললেও পৃথ্বীরাজের ফোন চালু রাখা ছিল বলে পরিবারের অভিযোগ।

এদিন রাতে সন্দেহের বশে পরিবারের লোকজনেরা বন্ধ পার্টি অফিসের জানালা দিয়ে কাপড় জড়ানো অবস্থায় কিছু পড়ে দেখতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। এরপর পুলিশ এসে রাত ১টা নাগাদ তালা বন্ধ পার্টি অফিসের ভেতর থেকে বিজেপি নেতার রক্তাক্ত দেহ কাপড় জড়ানো অবস্থায় উদ্ধার করে। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এদিন নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় ময়নাতদন্ত করা হয়নি। রবিবার নিহত বিজেপি নেতার দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে।

ঘটনার তদন্তে নেমে নিহতের ফোনকল খতিয়ে দেখে সুজাতা পোদ্দার নামে ওই মহিলার নাম জানতে পারে পুলিশ। ধৃত সুজাতা পোদ্দার উস্থির প্রাণবল্লভপুরের বাসিন্দা। গত ছয় বছর ধরে ওই নেতার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন ওই মহিলা। ঘটনার দিন মহিলাকে ডাকেন ওই নেতা। এরপর শারীরিক সম্পর্কের জন্য চাপ দিতে থাকেন বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন ধৃত মহিলার। এমনকি ওই মহিলার সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করেন। তারপরও কোনও ভাবেই নিহত নেতার হাত থেকে বের হতে না পারায় হাতের কাছে পড়ে থাকা একটি ব্লেড দিয়ে ওই নেতার যৌনাঙ্গে কোপায়। এরপর ওই মহিলা ভাঙা কলাপসিবল গেটের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে চম্পট দেন।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, ‘এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহতের ফোনের কল রেজিস্ট্রার খতিয়ে দেখে ওই মহিলার সন্ধান মেলে। এই খুনের পিছনে রাজনৈতিক কোনও ব্যাপার নেই। প্রণয়ঘটিত কারণে এই খুন। গ্রেপ্তার মহিলার সঙ্গে নিহত নেতার সম্পর্ক ছিল। ঘটনার সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন নিহত নেতা। নিহতের গোপনাঙ্গের আঘাত গুরুতর ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না সে দিকটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

হাসপাতালে ধানের বস্তা মজুত, ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ খানাকুলবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ধান মজুত। আর তা নিয়েই বিতর্ক আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। ঘটনাটি আরামবাগ মহকুমার খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালের। হাসপাতালের মধ্যে মজুত করা হচ্ছে বস্তা বস্তা ধান। কে, কেন কোথা থেকে এই ধান মজুত করছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। হাসপাতালে পরিষেবা পাওয়া যায় না, তাই তৃণমূল নেতাদের ইন্ধনে ধান মজুত করে ভবনগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে বলে কটাক্ষ বিরোধীদের। অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের। আর এই নিয়ে প্রশ্নের মুখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এই ঘটনা খানাকুল ১ নং ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের। অভিযোগ, হাসপাতালের মূল ভবন সংলগ্ন একটি ঘরে তালা বন্ধ করে মজুত করা হয়েছে বস্তা বস্তা ধান। যদিও এই ধান কে মজুত করেছে,তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এলাকায় স্থানীয় মানুষ জন অত্যন্ত ক্ষোভের সুরে জানান, ‘কে কোন দল করেন, কে সিভিক ভলেন্টিয়ার বা রাজ্য পুলিশের কর্মী তা আমাদের জানার প্রয়োজন নেই। কেন গোপনে এই ভাবে নিজের ব্যক্তি স্বার্থে প্রভাব খাটিয়ে তা দলীয় প্রভাব বা পুলিশের প্রভাব যাই হোক কেন তা মেনে নেব না। অবিলম্বে ওই মজুত করা বস্তা বস্তা ধান বের করে দেওয়া হোক। হাসপাতালের কক্ষে এত ধান রয়েছে, আর বিএমওএইচ জানেন না, তা কখ নওই হয় না। জানুক আর না জানুক, অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি আমরা। তা না হলে এবার হাসপাতাল ঘেরাও করে রাখা হবে। এখুনি এই সমস্ত ধান বের করে দিতে হবে। একদিনও সময় দেওয়া যাবে না। আমরা কোনও দলের হয়ে বলছি না। জনস্বার্থেই এই দাবি জানাচ্ছি।’

সূত্রের খবর, এই সব ধান মজুত করছেন স্থানীয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম নাকি কার্তিক বাগ। তিনি সিভিক হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালে ছড়ি ঘোরান বলে অভিযোগ। এনিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। আর বিষয়টি নিয়ে তীব্র সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। অবিলম্বে এই ঘটনায় মদত দেওয়া দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে খানাকুল ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মিন্টু পাল অবশ্য ঘটনার সমস্ত দায় ঠেলেছেন খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ সুশান্ত মজুমদারের দিকে।

তিনি বলেছেন, ‘আমি এসব কিছুই জানি না। আমরা এই ঘটনাকে সমর্থনও করছি না। এটা বিএমওএইচ সুশান্ত মজুমদারের পদক্ষেপ করা উচিত।’ এই বিষয়ে বিএমও এইচ সুশান্ত মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। যদি ঘটনা সত্যি হয় তা হলে তিনি যেই হোন না কেন তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আমি ব্যবস্থা নেব।’

চন্দননগরে গঙ্গা পেরিয়ে জগদ্ধাত্রী দর্শনে ফেরি পারাপারের ভাড়া বৃদ্ধির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগরে গঙ্গা পেরিয়ে জগদ্ধাত্রী দর্শনে এলে গুনতে হবে বাড়তি টাকা, ফেরি পারাপারের ভাড়া হয়েছিল ৯ থেকে বেড়ে ১৫ টাকা। সামাজিক মাধ্যমে ব্যঙ্গ, কটূক্তি শুরু হতেই তা কমিয়ে করা হয় ১৩ টাকা। যা নিয়ে সমালোচনা শুরু হতেই কর্পোরেশনের সাফাই। পুজো ক’দিন আলো নিরাপত্তার জন্য লোক নিয়োগ করতে হয় তাই ভাড়া বাড়ানো হয়, সাফাই কর্তৃপক্ষের। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় ট্রেনে-গাড়িতে বহু মানুষ আসেন। লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়েও যান অনেক দর্শনার্থী। উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দল থেকে চন্দননগর রানিঘাটে প্রায় সারা রাত ঠাকুর দেখতে যান। বছরের অন্যান্য সময় ৯ টাকা লঞ্চের ভাড়া থাকলেও জগদ্ধাত্রী পুজোর ৬ থেকে ১২ তারিখ এক ধাক্কায় সেই ভাড়া ১৫ টাকা করা হয়। লঞ্চের সেই টিকিট সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। নানা সমালোচনা শুরু হয়। আর এই সব দেখেই চন্দননগর কর্পোরেশন ভাড়া কমিয়ে ১৩ টাকা করে দেয়। মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, ‘প্রতিবারই জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় আলাদা করে লোক নিয়োগ করতে হয়। সেই কারণে ভাড়া বৃদ্ধি করি। এবারে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে সেটা নিয়ে নানা মন্তব্য শুরু হয়। আমরা তাই ১৫ টাকা যেটা করা হয়েছিল সেটাকে ১৩ টাকা করেছি। এত লোককে সামলাতে অনেক মানুষের প্রয়োজন হয়, তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয়। তাই ভাড়া বাড়ানো হয়।’

তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে টাকা তছরূপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিদ্যালয় চত্বরে হাট বসার টাকার হিসাব না দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভাতারের বলগোনা হাইস্কুলে উত্তেজনা ছড়ায়। এলাকার বাসিন্দা ও অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়াই তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন সমিতির সভাপতি এই হাট বসিয়েছেন এবং টাকা তছরূপ করেছেন।

পোশাকের হাট বসার টাকার হিসাব না পাওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বলগোনা বিদ্যালয়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রবীর কুমার পাঁজার দিকে অভিযোগ ওঠে।সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চান নি পরিচালন সমিতির সভাপতি। কয়েক মাস আগে থেকে স্কুল চত্বরে পোশাকের হাট শুরু হয়েছিল। রমরমিয়ে চলছিল সেই হাট।জানা গিয়েছে,কয়েক মাস যাবত হাট চলার ফলে দোকানদারের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কোনও দোকানে ৮০ টাকা কোনও দোকানে ১৩০ টাকা করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। যার পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকার কাছাকাছি বলে অনুমান। সেই টাকার একবার ৫০০০ এবং একবার ১৫০০০ টাকা বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। বাকি অর্থ না দেওয়ার অভিযোগ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তোলে এলাকাবাসী ও অবিভাবকরা। অবিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির কাছে এই বিষয়ে জানতে গেলে উত্তেজনা ছড়ায়।

গোটা ঘটনা নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে লিখিত অভিযোগ করেন এলাকার মানুষ ও অবিভাবকরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ হিম্মত আলি জানিয়েছেন, লিখিত অনুমতি না দেওয়া হলেও এই হাট শুরু হয়েছিল। কত টাকা উঠেছে সেই বিষয়ে তাদের জানা নেই।স্বাভাবিক ভাবেই তৃণমূল পরিচালিত পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে ওঠা টাকা তছরূপের ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে ভাতার এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস।

আরজি করের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল-সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অবিলম্বে সমস্ত দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে ‘জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখাদ আহ্বানে’ রঘুনাথপুর শহরে অনুষ্ঠিত হল মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিল ও সভা।

রঘুনাথপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র ক্ষুদিরাম চক থেকে মিছিল শুরু হয়ে নতুন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত হয়। মিছিল শেষে সেখানেই প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে রঘুনাথপুর মহকুমার প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটিদর অন্যতম সদস্য অনিন্দিতা জানা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, পূর্ণদিশা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের চেয়ারম্যান জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি প্রমুখ। কর্মসূচির উদ্যোক্তারা বলেন, ‘আরজি করের ঘটনা আমাদের সকলের হৃদয়ে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। রাজ্য-দেশ -বিদেশের অগণিত মানুষ প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে। মানুষের এই ধারাবাহিক আন্দোলন প্রায় তিন মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আজও বিচার হয়নি। বিচারের নামে চলছে টালবাহানা। জুনিয়র ডাক্তারাও অভয়ার ধর্ষক ও খুনীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত করা সহ বিভিন্ন দাবীতে মরণপন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে অথচ আজও দাবি পূরণ হয়নি। এরই মধ্যে ঘটেছে জয়নগর সহ কয়েকটি নারী নির্যাতনের নৃশংস ঘটনা। যা আমাদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের তদন্তেই একরকম শিলমোহর দিয়েছে সিবিআই। তাই আমরা অবিলম্বে বিচারের দাবিতে আজ বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করেছি।’

আগামী দিনে রঘুনাথপুর মহকুমা জুড়ে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য থেকেই শিক্ষিকা অপর্ণা গোস্বামীকে সভাপতি, অধ্যাপিকা সংহতি মণ্ডলকে সম্পাদিকা, সাবিয়া খাতুনকে সহ-সম্পাদিকা করে ৩৮ জনের জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখাদ রঘুনাথপুর শাখা কমিটি গঠিত হয়।

সাঁইথিয়া জয়তু সুভাষ গোষ্ঠীর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।

‘ওল্ড ইজ গোল্ড’-এর পরিচালনায় বোলপুরে চল্লিশোর্ধ্ব খেলোয়াড়দের ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্লেয়ারদের সঙ্গে পরিচিতি হচ্ছেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

জমি বিবাদে দাগী দুষ্কৃতী খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার সকালে জমি বিবাদের জেরে আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদের জেরে খুন হল এক দাগী দুষ্কৃতী। ঘটনাটি পুরুলিয়ার আদ্রা থানার বেনেডালা গ্রামের। মৃত ওই দুষ্কৃতীর নাম কুরবান আনসারি (৪৯)। শনিবার সকালে ওই দুষ্কৃতীকে লোহার রড, শাবল, কুড়াল, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে তার আত্মীয়রাই বলে অভিযোগ। কুরবান পুলিশের নথিতে দাগী দুষ্কৃতী হিসাবেই নথিভূক্ত। আন্তরাজ্য চক্রের দুষ্কৃতী কুরবান পুরুলিয়া সহ পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও পাশের কয়েকটি জেলায় ডাকাতি, ছিনতাই মাদক পাচারে অভিযুক্ত ছিল। দীর্ঘ সময় জেলে থাকার পরে বর্তমানে জামিনে মুক্তি পেয়েছিল সে। সূত্রের খবর,বর্তমানে অপরাধের জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে বেনেডালা গ্রামের নিজের বাড়িতেই থাকত সে। নিজের জমিতে চাষ আবাদ, বালি, গিটির মতো নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের কাজ শুরু করেছিল। চাষ আবাদের কাজেই আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ বাধে। কুরবানের ভাইপো তথা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শরিফ আনসারির দাবি, এদিন সকালে জমি নিয়ে বিবাদের জেরেই কয়েকজন আত্মীয় চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে কুরবানকে। সে বাধা দিতে গেলে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুরবানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনার পরেই গ্রামে যান পুরুলিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) কল্যাণ সিংহ রায়, রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ,আদ্রা থানার আইসি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। দুপুরের দিকে কুরবানের ছয় আত্মীয় সহ আরও বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে আদ্রা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাদের নাম জানাতে চায়নি।

লেজার শো না চালাতে পারলে রাস্তার আলো না জ্বালানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আলোয় ভাসছে চন্দননগর। চলছে জগদ্ধাত্রীর আরাধনা। দিকে দিকে মানুষের ঢেউ। কিন্তু, আচমকা নিভল আলো। লোডশেডিং? শোনা গেল লোডশেডিংয় নয়, ক্লাবের লোকজনই নিভিয়ে দিয়েছে আলো। মোমবাতি নিয়ে চলল প্রতিমা দর্শন। সপ্তমীর সন্ধ্যায় এভাবেই আলো নিভিয়ে প্রতিবাদ জানাল মধ্যাঞ্চল সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো সমিতি।

চন্দননগর স্টেশন রোডের ওপর বড় বড় আলোর তোরণ ও পাশের একটি পুকুরে লেজার শো এর আয়োজন করে পুজোর উদ্যোক্তারা। সেই আলোই মূলত নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশি বন্ধ ছিল আলো। আলো যে বন্ধ করা হয়েছে তা আবার একেবারে মাইকে প্রচারে করে জানায় পুজো কমিটির লোকজন। এদিকে এলাকার অন্যান্য পুজোর পাশাপাশি মধ্যাঞ্চল সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো সমিতির পুজো দেখতেও নামে মানুষের ঢল। এবারও সেই একই ছবি। কিন্তু, আচমকা সব অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান দর্শনার্থীরা। আর ঠিক তারপরেই শুরু হয়ে যায় মাইকে প্রচার।

সব খুলেই বললেন কমিটির কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ নন্দী। তিনি বলেন, ‘বিগত তিন বছর ধরে আমরা এই লেজার্সের আয়োজন করে আসছি। প্রশাসনের তরফ থেকে এর আগেও এর ইন্সপেকশন করে যাওয়া হয়েছিল। পঞ্চমীর দিন লোকজন এসেছিল। কিন্তু, এখন আচমকা চন্দননগর থানা বলে লেজার শো বন্ধ রাখতে হবে।’ তাঁর দাবি, প্রতিমার পাশাপাশি তাঁদের লেজার শো দেখতে বহু মানুষ ভিড় করেন। আজ পর্যন্ত এই শোয়ের জন্য কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটেনি। খানিক ক্ষোভ প্রকাশ করেই সোমনাথবাবু বলেন, ‘প্রশাসনের এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই আমাদের এই প্রতিবাদ। আমরা যদি লেজার শো না চালাতে পারি, তা হলে রাস্তার কোনও আলোই আমরা জ্বালাব না। শুধুমাত্র প্রতিমার সামনে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছি।’

বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফের প্রার্থীর প্রচারে সুজন, নওশাদ

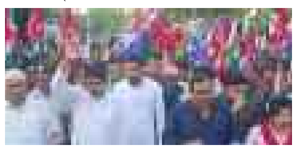

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের সমর্থিত আইএসএফের প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামের সমর্থনে হাড়োয়ার মল্লিকপুর থেকে হাড়োয়া বাজার পর্যন্ত একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন হাড়োয়ার আইএসএফ প্রার্থী বামফ্রন্ট সমর্থিত পিয়ারুল ইসলাম, বামফ্রন্টের নেতা সুজন চক্রবর্তী, আই এস এফ এর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি সহ একাধিক নেতৃত্বরা। আগামী ১৩ নভেম্বর হাড়োয়া উপনির্বাচন, সেই উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট প্রচারে বামফ্রন্টের সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচারে নামল বামফ্রন্ট ও আইএসএফ যৌথভাবে।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামলেন কংগ্রেস কর্মীরা। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত পানাগড়ের সবজি বাজারের সামনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথ সভা করেন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, কংগ্রেস নেতা মোজাম্মেল হক, ধর্মেন্দ্র শর্মা সহ অন্যান্যরা।

এদিন কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পুরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে কাঁচা সবজি ও জীবনদায়ী ওষুধের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জেরে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। রাজ্যের টাস্কফোর্স ঘুমাচ্ছে। বাজারগুলিতে তাদের কোনও নজরদারি নেই। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের এই বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির নির্দেশে তাঁরা পথে নেমে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

ক্ষীরের ছাগ বলিতেই তুষ্ট বেনাপুরের জগদ্ধাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার রূপনারায়ণ নদীর তীরে বেনাপুর একটি গ্রামের মূল অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী। তাই এই গ্রামে নিষিদ্ধ দুর্গাপুজো। স্বাভাবিক ভাবেই দুর্গাপুজোর আনন্দ তেমন একটা হয় না। পাশাপাশি ফুল ব্যবসায়ীরা পুজোর মরশুমে ভরপুর ব্যস্ত থাকেন। কালীপুজোর পর অনেকটা ফাঁকা পাওয়া যায় কারণ তখন ফুল বিক্রি চাপটা কম থাকে। তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ ভরপেট উপভোগ করে নেয় জগদ্ধাত্রী পুজোয়।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর মতোই চার দিন ধরে গ্রামের একমাত্র পুজোকে ঘিরে এ বছর তৈরি হয় আবেগ। সারা বছর গ্রামের মানুষ এই পুজোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করে রাখেন। যারা কর্মসূত্রে উন্নত থাকেন তাঁরাও সমবেত হন এই গ্রামে। এটাই এই গ্রামের বড় পুজো। স্থানীয় বেনাপুর শরৎ সংঘের উদ্যোগে ৫১ বছর ধরে চলে আসছে জগদ্ধাত্রী পুজোটি। ক্লাবের সভাপতি রমানাথ প্রামাণিক ও সম্পাদক দেবব্রত প্রামাণিক জানান, জগদ্ধাত্রী পুজোয় বলি প্রথার রীতি মেনে এখানেই নয় বলি হয়। তবে ছাগ বলি হয় না। সাড়ে তিন কেজি ক্ষীরের ছাগ তৈরি করে তাকে বলি দেওয়া হয় এবং তা সকলের মধ্যে বিতরণ হয়।

কিন্তু কেন এমন প্রথা ?-এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছে প্রথম বছরে ছাগ বলি সময় শিশুদের কান্না উদ্যোক্তাদের মন ভিজিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে পুরোহিতের বিধান অনুযায়ী, ক্ষীরের ছাগল তৈরি করে বলি দেওয়া হয়। একান্ন বছরের এই পুজোয় অন্যান্য

অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রয়েছে মেগা যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতা অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখন ফুল চাষের এই গ্রামের মানুষ মেতে উঠেছে দেবী জগদ্ধাত্রী আরাধনায়। ফি বছর শীতে বেনাপুর নদীর চরে হাজারো মানুষ পিকনিক করতে আসে। গ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। মুখ বেনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বলতে ফুল চাষ ও ফুলের ব্যবসা।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোকশিল্পীর তালিকায় মহিলা

বনস্পতি দে ● হুগলি

অমিতাভ বচ্চনের মুম্বইয়ের আইকনিক বাংলো জলসা দিওয়ালিতে সেজে উঠেছিল তাঁর হাতের ছোঁয়ায়। প্যারিস, দুবাইয়ের শপিং ফেস্টিভ্যাল থেকে কলকাতার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজোর আলোর কারসাজির পিছনেও ছিলেন হুগলির চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকশিল্পী বাবু পাল।

চলতি বছরে দুর্গাপুজোর আলো দেখার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন বাবু। যদিও তাঁর আলো নেভেনি। বাবার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তাঁর ছোট মেয়ে সুশ্বেতা পাল। চন্দননগরের আলোকশিল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম মহিলা শিল্পী হিসেবে সুশ্বেতার এই আত্মপ্রকাশ নজির গড়েছে। এই প্রথমবার চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর আলোকশিল্পীর তালিকায় মহিলাশিল্পী হিসেবে নাম তুলেছেন বাবু পালের কন্যা।

পুজোর মুখে শোকের ধাক্কা সামলে মা চিত্রলেখা পালকে নিয়ে কলকাতার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজোর আলো, বেলডাঙা বারোয়ারিতে নজরকাড়া আলোর মালা এবং দমদম পার্কের পুজোয় একটি বিশেষ অংশে আলোর খেলা দেখিয়ে উদ্যোক্তাদের মুগ্ধ করেছেন সুশ্বেতা। দুর্গাপুজোয় উত্তরপ্রদেশের নয়ডাতেও আলোকসজ্জায় নাম কুড়িয়েছেন চন্দননগরের কন্যা। এবার চন্দননগরের ৭৫ বছরের পুজো, বেসোহাটা বারোয়ারির বিসর্জনের শোভাযাত্রায় খেল দেখাবে সুশ্বেতার তৈরি থিম আলোর সার্কাস। এলইডি বাল্বের তৈরি মডেলের মাধ্যমে সার্কাসের বিভিন্ন দৃশ্য উস্কে দেবে শৈশবের নস্টালজিয়া।

এক উদ্যোক্তা বলেন, ‘বাবু পালের অকাল প্রয়াণ চন্দননগরবাসীর কাছে অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু বাবুর দেখানো পথেই তাঁর মেয়ে শোভাযাত্রার আলো করেছে। পুরোটা ভাঙছি না। তবে এ বার অন্যতম সেরা আলোর কারিকুরি দেখা যাবে।’ সুশ্বেতার কথায়, ‘২০২১ থেকেই বাবা অসুস্থ। দিদি সুকন্যা ব্যাঙ্কার। আমি কলেজের পড়া শেষ করে বিবিএ কোর্স কমপ্লিট করি। বাবা অসুস্থ হওয়ার পরে ব্যবসার হাল ধরতে চাকরির পথে যাইনি। বাবার কর্মীরাই আমাকে ও মাকে ভরসা দেন।’

এ বারের পুজোর কাজ প্রসঙ্গে সুশ্বেতা বলেন, ‘বেসোহাটার শোভাযাত্রায় আলোর থিম সার্কাস আমিই ঠিক করেছিলাম। বাবাকে অনেকগুলো ডিজাইন দেখানোর পর বাবা সার্কাসটায় ছাড়পত্র দিয়েছিলেন।’ এ বছর জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগর ছাড়াও রিষড়াতেও আলোর কাজ করেছেন সুশ্বেতা। কার্তিক পুজোয় নদিয়ার শান্তিপুর ও বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়াতেও জ্বলবে বাবু পালের স্মৃতি বিজড়িত আলো।

বাবুর স্ত্রী চিত্রলেখা পাল বলেন, ‘আমাদের বাড়িতেই আলোর কাজ হত। ছোট থেকেই আলোর প্রতি ঝোঁক ছিল সুশ্বেতার। মেয়ে ওর বাবার কাজকে নিজের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ও আমার পরিবার ওর পাশে আছি। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, ‘বাবু পাল উচ্চমানের শিল্পী ছিলেন। তাঁর মেয়ে এ বার একটি বারোয়ারির শোভাযাত্রার আলো করছে। জুবিলি বর্ষে ওই বারোয়ারির আলো দেখার জন্য আমরা সবাই আগ্রহী।’

দিল্লির রাস্তায় বাইকে করে গুলি চালাল তিন নাবালক, নিহত এক

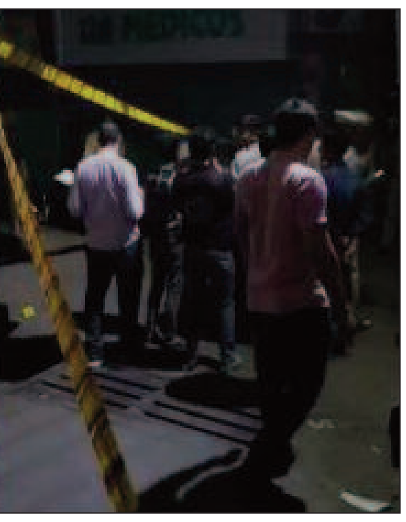

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: দিল্লিতে আবার প্রকাশ্যে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল। কবীরনগরে শুক্রবার গভীর রাতে মোটরবাইক থেকে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তিন নাবালকের বিরুদ্ধে। তাদের লক্ষ্য ছিল অন্য একটি স্কুটারে সওয়ার নাদিম এবং তাঁর দুই বন্ধু। ওই তিন জনকে লক্ষ্য করে প্রায় সাত রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্কুটারআরোহী এক যুবকের। তাঁর বাকি দুই বন্ধু হাসপাতালে ভর্তি। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিন নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে স্কুটারে চেপে খাবার নিয়ে ফিরছিলেন নাদিম এবং তাঁর দুই বন্ধু। তাঁদের লক্ষ্য করে প্রায় সাত রাউন্ড গুলি ছোড়ে তিন নাবালক। এর পর নিজেরা যে বাইকে এসেছিল, সেটি রেখে নাদিমের স্কুটার এবং তাঁর মোবাইল নিয়ে পালিয়ে যায় তিন জন। গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়েরা। তিন জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসার সময় নাদিমের মৃত্যু হয়। বাকি দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। নাদিমের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত তিন নাবালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের থেকে তিনটি দেশি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জেনেছে, নাদিমের থেকে টাকা ধার নিয়েছিল অভিযুক্তদের এক জন। নাদিম সেই টাকা চেয়ে চাপ দিচ্ছিলেন। অভিযোগ, সে কারণেই তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল নাবালকেরা। তদন্তে নেমে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, শুক্রবার রাতে নাদিমদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার আগে দিল্লির জ্যোতিনগরে ছ'রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল অভিযুক্তেরা। রাহুল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। গত সেপ্টেম্বরে দিল্লির রাস্তায় এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিলেন। ওই ব্যক্তি দিল্লির একটি জিমের মালিক ছিলেন।

নিট পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে ব্ল্যাকমেল উত্তরপ্রদেশে ধৃত নামী কোচিং সেন্টারের দুই শিক্ষক

লখনউ, ৯ নভেম্বর: নিট পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের কানপুরের একটি নামী কোচিং সেন্টারের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শুধু তা-ই নয়, মাসের পর মাস ওই পড়ুয়াকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে কোচিং সেন্টারের অন্য এক পড়ুয়াকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠার পরই। কোচিং সেন্টারের একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্য এক পড়ুয়াকে হেনস্থার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নিট পড়ুয়া পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কয়েক দিন বাদে আরও এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৪ সালের শুরুতে কানপুরের কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন ওই নিট পড়ুয়া। অভিযোগ, জীববিদ্যার শিক্ষক ওই নিট পড়ুয়াকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠান। পড়ুয়াকে বলা হয়েছিল, আরও অনেক পড়ুয়া থাকবেন। সকলে মিলে পার্টি করা হবে। নির্যাতিতার অভিযোগ, তিনি যখন ওই শিক্ষকের ফ্ল্যাটে পৌঁছন, গিয়ে দেখেন সেখানে অন্য কোনও পড়ুয়া নেই। অভিযোগ, পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে পড়ুয়াকে খাওয়ানো হয়। তার পর তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। এমনকি সেই ঘটনার ভিডিয়োও তুলে রাখা হয়।

নির্যাতিতার আরও অভিযোগ, জীববিদ্যার শিক্ষক ওই ভিডিয়ো দেখিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতেন। মাসের পর মাস ধর্ষণ করেছেন। এমনকি মাঝেমধ্যে নিজের ফ্ল্যাটে বন্দি বানিয়ে রাখতেন। শিক্ষকের ফ্ল্যাটে পার্টি হলেই তাঁকে জোর করে নিয়ে আসা হত। এ রকমই একটি পার্টিতে কোচিং সেন্টারের রসায়নের এক শিক্ষক তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে দুই শিক্ষককেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কানপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার অভিষেক পাণ্ডে জানান, নির্যাতিতা তাঁদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, দু'টি পৃথক ঘটনায় তাঁকে ধর্ষণ করেন দুই শিক্ষক। দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বধূর পরকীয়ার জন্য স্বামী আত্মঘাতী হলে দায় নয় স্ত্রীর আদালত

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর: বধূর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে স্বামী আত্মঘাতী হলে, সেই মৃত্যুর দায় স্ত্রীর উপর বর্তায় না। এমনটাই জানিয়েছে কর্নাটক হাইকোর্ট। স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কর্নাটকের এক মহিলার বিরুদ্ধে। নিম্ন আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্তও করে দিয়েছিল। পরে নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে অভিযুক্ত বধূকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

স্বামীর সঙ্গে বচসার সময় এক বার ওই মহিলা তাঁকে বলেছিলেন, 'যাও, গিয়ে মরো'। সেই মন্তব্যের ভিত্তিতেই মৃতের পরিবারের সদস্যেরা বধূর বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণেই স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন মহিলা। সাবেক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারায় মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মহিলা ও তাঁর পুরুষ সঙ্গীকে।

ওই মামলায় কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি শিবশঙ্কর অমরান্নবরের একক বেঞ্চ জানিয়েছে, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আত্মহত্যা করেছেন স্বামী। তবে মহিলা তাঁর স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছেন, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। অভিযোগকারী পক্ষের দাবি, স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন আগেই ওই মহিলা তাঁকে 'মরে যেতে' বলেছিলেন। সেই অভিযোগটিও বিবেচনা করে দেখেছে হাইকোর্ট। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেবলমাত্র এই শব্দটি ব্যবহার করায় এটি বলা যায় না তিনি স্বামীকে 'মরে যাওয়ার' জন্য প্ররোচিত করেছেন। হাইকোর্ট জানিয়েছে, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার কোনও প্রামাণ্য নথি জমা দিতে পারেননি অভিযোগকারী। তাই ওই মহিলা ও তাঁর পুরুষ সঙ্গীকে বেকসুর খালাস করার নির্দেশ দিয়েছে কর্নাটক হাইকোর্ট।

হার নিয়ে দোষারোপ ডেমোক্র্যাট শিবিরে দ্বন্দ্ব

নিউ ইয়র্ক, ৯ নভেম্বর: আভাস ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের। কিন্তু ভোট শেষে দেখা গেল, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেননি কমলা হ্যারিস। ট্রাম্পের কাছে তাঁর বড় পরাজয়ের পর এর 'সুরতহাল' করা শুরু করেছেন ডেমোক্র্যাটরা। কমলার হারের নেপথ্যে বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নাম। তবে কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে দলটিতে অন্তর্কোন্দল দেখা দিয়েছে।

কমলার পরাজয়ের জন্য বাইডেনকে দোষারোপ করেছেন আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, যদি বাইডেন নির্বাচন থেকে আগে সরে দাঁড়াতেন, তা হলে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করতে পারত। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কমলা জিততেন বলে মনে করেন তিনি।

২০২০ সালের মতো এবারের নির্বাচনেও বাইডেন ও ট্রাম্পের মধ্যে লড়াই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম বিতর্কে খারাপ করার পর দলের চাপে গত জুলাইয়ে নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন বাইডেন। এরপর কমলা হন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, বাইডেনকে সরে দাঁড়ানোর জন্য চাপ তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল পেলোসির।

রিপাবলিকান ট্রাম্পের কাছে কমলার হারের জন্য পেলোসি ছাড়াও অনেক ডেমোক্র্যাট নেতা বাইডেনকে দোষারোপ করছেন। আর কমলা হ্যারিসের উপদেষ্টারাও হারের জন্য বাইডেনকে দায়ী করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমলার বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা বলছেন, নির্বাচনের প্রচারে কোনও কমতি রাখা হয়নি। কিন্তু প্রচারের জন্য সময় পাওয়া গেছে অল্প। বাইডেন যদি আরও আগে সরে দাঁড়াতেন, তা হলে ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য বেশি সময় পাওয়া যেত। এই উপদেষ্টাদের একজন বলেন, 'গত মঙ্গলবারের নির্বাচনে কমলা হ্যারিস ও ডেমোক্র্যাটদের হারের নেপথ্যে একমাত্র কারণ বাইডেন।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাইডেনের একজন উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনে হারের পেছনে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার উপদেষ্টাদের দায় রয়েছে। কারণ, বাইডেনকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অন্তর্কোন্দলে উসকানি দিয়েছেন তাঁরা। তিনি বলেন, কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন, তা চাননি প্রাক্তন এই প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারা। এর প্রভাব পড়েছে নির্বাচনের ফলাফলে।

বিজাপুরের জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে নিহত তিন মাওবাদী

রায়পুর, ৯ নভেম্বর: মাওবাদী দমনে ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করেছে সরকার। সেই আবহেই ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ফের প্রাণ হারালেন তিন মাওবাদী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকে ছত্তিশগড়ের সুকমা ও বিজাপুরের সীমানার উসুর-বসাগুড়া এবং পামেড এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। তাতেই নিহত হয়েছেন অন্তত তিন জন মাওবাদী। বিজাপুরের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার যাদব জানিয়েছেন, শুক্রবার সিআরপিএফ-এর বিশেষ দল 'কোবরা', সেনা এবং পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ওই এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। সকাল ১১টা নাগাদ দু'পক্ষের গুলির লড়াই শুরু হয়। তাতেই ওই মাওবাদীদের মৃত্যু হয়েছে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংঘর্ষের পরেও সেনা জওয়ানরা সকলেই অক্ষত রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, পরিসংখ্যান বলছে, গত ১০ বছরে ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন ছ'হাজার ৬১৭ জন পুলিশ, নিরাপত্তাকর্মী এবং সাধারণ নাগরিক। তবে সেই তুলনায় ২০২৩ সাল থেকে মাওবাদী-হানায় হিংসার ঘটনা ৭২ শতাংশ কমেছে। মৃত্যুও কমেছে প্রায় ৮৬ শতাংশ। সম্প্রতি পিটিআইয়ের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৭ জন পুলিশকর্মী এবং ৫০ জনেরও বেশি নাগরিক মাওবাদীদের হানায় প্রাণ হারিয়েছেন। বরং উল্টো দিকে, ২০২৪ সালে ২৫০ জনেরও বেশি মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৮১২ জন। আত্মসমর্পণ করেছেন ৭২৩ জন মাওবাদী। ইতিমধ্যেই মাওবাদীদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য নানা পরিকল্পনা ছকতে শুরু করেছে কেন্দ্র। মাওবাদীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি আত্মসমর্পণ নীতিতেও বদল আনা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। আগামী দিনে মাওবাদকে দেশ থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই এখন কেন্দ্রের লক্ষ্য।

গাজায় যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা থেকে সরে দাঁড়াল কাতার

গাজা, ৯ নভেম্বর: প্যালেস্তাইনের গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছিল কাতার। তবে এ দায়িত্ব আপাতত পালন করবে না দেশটি। শুধু তাই নয়, রাজধানী দোহায় হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয় নিয়ে সতর্ক করে কাতার বলেছে, এ কার্যালয়ের আর প্রয়োজন নেই।

শনিবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে কূটনৈতিক একটি সূত্র। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে ওই সূত্র বলেছে, ইসরায়েল ও হামাস;দুই পক্ষকেই কাতার জানিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে আন্তরিকভাবে যেতে রাজি না হবে, ততক্ষণ দোহা এ বিষয়ে আর মধ্যস্থতা করবে না। ফলে দোহায় হামাসের কার্যালয় থাকার দরকার নেই।

গাজায় যুদ্ধবিরতি ও হামাসের হাতে বন্দি থাকা জিম্মিদের মুক্ত করতে দীর্ঘদিন ধরে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে আলোচনা চলছে। এতে মধ্যস্থতা করছে কাতার, আমেরিকা ও মিশর। তবে এখন পর্যন্ত কোনো আশার আলো দেখা যায়নি। সূত্রের দেওয়া তথ্যমতে, কাতার আমেরিকাকে জানিয়েছে, ইজরায়েল ও হামাস আন্তরিক ভাবে আলোচনার টেবিলে ফেরার আগ্রহ দেখালে তারা আবার মধ্যস্থতা করবে।

এদিকে সূত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, কাতারে হামাস নেতাদের আশ্রয় না দেওয়ার জন্য দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল আমেরিকা। সম্প্রতি সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে দোহা। আমেরিকার এক কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বানে হামাস নেতারা সাড়া দেননি। তাই আমেরিকার মিত্র কোনও দেশের রাজধানীতে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালায় হামাস। এতে অন্তত ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হন। এ ছাড়া ইজরায়েল থেকে ২ শতাধিক মানুষকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যান হামাস সদস্যরা। সেদিন থেকেই গাজায় অব্যাহত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা এ হামলায় এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন অন্তত ৪৩ হাজার ৫৫২ জন প্যালেস্তাইনি। আহত হয়েছেন ১ লাখ ২ হাজার ৭৬৫ জন। নিহত ব্যক্তিদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে জাতিসংঘ।

ইঞ্জিন এবং বগির মাঝে আটকে মর্মান্তিক মৃত্যু রেলকর্মীর

পাটনা, ৯ নভেম্বর: স্টেশনে এসে ট্রেন থামার পর ইঞ্জিন বদলানোর জন্য কাপলিং খুলতে গিয়ে বিপত্তি। ইঞ্জিন এবং বগির মাঝে আটকে পড়ে মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের বেগুসরাইয়ের বারাউনি স্টেশনে।

জানা গিয়েছে, মৃত রেলকর্মীর নাম অমরকুমার রাও। তিনি সোনপুর রেলওয়ে ডিভিশনে কাজ করতেন। শনিবার বারাউনি স্টেশনে লখনৌ-বারাউনি এক্সপ্রেস পৌঁছতে অমরের কাঁধে দায়িত্ব পড়ে এক্সপ্রেস থেকে ইঞ্জিনকে আলাদা করার। সেই কারণে লাইনে নেমে ইঞ্জিন এবং বগির মাঝের কাপলিং খোলার কাজ করছিলেন তিনি। আচমকাই ইঞ্জিনটি পিছনের দিকে সরে আসে। ফলে ইঞ্জিন এবং বগির মধ্যিখান থেকে বার হতে পারেননি অমর।

অমরের চিৎকারে বিষয়টি নজরে আসে স্টেশনে থাকা রেলকর্মীদের। কিন্তু যতক্ষণে বিষয়টি চালককে জানাতে যান, ততক্ষণে ইঞ্জিন ছেড়ে চালক চলে গিয়েছিলেন। তাঁকে খুঁজে এনে ইঞ্জিন আবার সামনের দিকে সরানোর কাজ করতে অনেকটাই সময় নষ্ট হয়। ইঞ্জিন এবং বগির মাঝখান থেকে অমরকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কার গাফলতিতে ওই রেলকর্মীর মৃত্যু হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-NIT No. : UKM/039(e)/2023-24(3rd Call) dt-09.11.2024 (SL-06)

1. Renovation of Rigid Pavement with Mastic Asphalt at BenimadhabGhosh Lane from G.T. Road to K.K.D. Road in ward no. 12. Bid Submission Closing Date: **19/11/2024.** For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
U.K. Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY

Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-6/2ND CALL/2024-25** for "Construction of Storm Water Drainage at Ward no 02 under Krishnanagar Municipality." & **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-10/2ND CALL/2024-25** for "Renovation of Bituminous Road at different wards under Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in for details.** Tender id: **2024_MAD_767839_1** & **2024_MAD_767849_1** to **2024_MAD_767849_4.**

Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

Gobardanga Municipality

Corrigendum Notice

Corrigendum Title: Date Extension

Organization Chain: MUNICIPAL AFFAIR DEPARTMENT/URBAN LOCAL BODIES/GOBARDANGA

Tender Reference Number: WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-06(e)/24-25, WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-07(e)/24-25, **Tender ID: 1)2024_MAD_760791_4; 2)2024_MAD_760791_15. Tender ID: 1) 2024_MAD_761241_4, 2)2024_MAD_761241_10, 3)2024_MAD_761241_14, 4)2024_MAD_761241_15**

Due to insufficient number of bidder participated in the above tender, the last date of Bid submission as well as date of Technical bid opening for the said work is hereby extended.

The details are as follows:

PARTICULARS	Previous		Current/Extended	
	Date	Time	Date	Time
Bid Submission End Date	8/11/2024	17:00 Hrs.	18/11/2024	17:00 Hrs.
Bid Opening Date (Technical)	11/11/2024	14:30Hrs.	19/11/2024	11:30 Hrs.

Sd/- Chairman
Gobardanga Municipality

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

সিআইএন - L29307WB1990PLC048350

রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫ । ইমেল: websol@webelsolar.com, ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (₹ কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৩.৫৫	১১১.৬০	০.৩০	২৫৫.১৬	০.৪৮	২৫.৮৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৪৮.৬১	৩১.৮১	(৫.২৮)	৮০.৪৬	(১০.৯৭)	(৪৭.৩৪)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪৮.৬১	৩১.৮১	(৫.২৮)	৮০.৪৬	(১০.৯৭)	(১৫২.৬৮)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪১.৯৮	২২.৮৮	(৩.৯৫)	৬৪.৮৮	(৮.৯৪)	(১২০.৯৬)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	৪১.৯২	২২.৮২	(৩.৯৫)	৬৪.৭৭	(৮.৯৪)	(১২১.২১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-)	৪২.২১	৪২.২১	৩৮.৮০	৪২.২১	৩৮.৮০	৪২.২১
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৬৫.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹ ১০/-)						
	(ক) মৌলিক (₹)	৯.৯৫*	৫.৪২	(১.০২)	১৫.৩৭	(২.৩১)	(২৯.৯৯)
	(খ) মিশ্রিত (₹)	৯.৮৭*	৫.৪২	(১.০২)	১৫.২৬	(২.৩১)	(২৯.৯৯)

* সংশোধিত অঙ্ক ইপিএস

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।

২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ২০২৪

রিলায়েন্স জুট মিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382

রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩

ই-মেল: financeho@reliancejute.com • ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩০.০৯.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৭,২২৫	১২,৭২৪	৮,৫৯৬
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	(৪৩১)	(৬৩০)	২২
৩.	সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	(৪৩১)	(৬৩০)	২১
৪.	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি)	(৪৩১)	(৬৩০)	২১
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৯	২৫৯	২৫৯
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	০	৩২	১২৫
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত	(১,৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী)	(১,৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী)	(৪,১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী)
৮.	সাধারণ শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	(১৬.৬৬)	(২৪.৩৫)	০.৮১

দ্রষ্টব্য:

১) উপরেরটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliancejute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৯ নভেম্বর, ২০২৪

EKDIN, VOL 18, ISSUE 149, KOLKATA, SUNDAY, 10 NOVEMBER 2024, PAGE 8

স্যামসনের এমন রুদ্ররূপের পেছনের কারণ সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরল প্রতিভা, তবে ধারাবাহিকতার বড় অভাব; ভারতীয় ক্রিকেটে সঞ্জু স্যামসন প্রসঙ্গে এমন কথাই বেশি শোনা গেছে। স্যামসন এই অপবাদ ঘুচিয়েছেন বিরল এক রেকর্ড গড়েই। প্রথম ভারতীয় হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে পেয়েছেন টানা দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি। রেকর্ড গড়ে স্যামসন ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

স্যামসনের টি-টোয়েন্টি অভিষেক ২০১৫ সালে। এত দিনে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মাত্র ৩৪টি। সব সময়ই দলে ছিলেন আসা, যাওয়ার মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে বাংলাদেশ বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচেও ছিলেন ব্যর্থ।

প্রথম ম্যাচে ২৯ রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে করেন ১০। তবে এরপরও তৃতীয় ম্যাচে তাঁর ওপর ভরসা রাখে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই ম্যাচে করেন ৪৭ বলে ১১১। আর কাল ৫০ বলে ১০ ছক্কা ও ৭ চারে ১০৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন স্যামসন।

স্যামসনের এমন রুদ্ররূপের দেখা মিলেছে সূর্যকুমারের কথাতে। ভারতীয় অধিনায়ক আগেই নাকি স্যামসনকে জানিয়েছেন, এই ৭ ম্যাচেই তিনি খেলছেন। স্যামসনকে এই নিশ্চয়তা সূর্য দেন দুলীপ ট্রফিতে খেলার সময়। জিও সিনেমাকে স্যামসন বলেছেন, 'দুলীপ ট্রফিতে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলছিলাম, সূর্য ছিল প্রতিপক্ষ দলে। ম্যাচ চলার সময় সূর্য আমাকে বলেছে, তআগামী ৭ ম্যাচ (বাংলাদেশ ৩, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪) তুমি খেলছ। তুমি সামনের ৭ ম্যাচে ওপেন করবে। যা,ই হোক না কেন, আমি তোমার পাশে থাকব।দ'

স্যামসন এরপর যোগ করেন, 'এরপর আমি একটা স্পষ্ট বার্তা পাই। ক্যারিয়ারে প্রথমবার আমি এমন একটা পরিষ্কার বার্তা পাই, যে আমার হাতে ৭ ম্যাচ আছে। তাই আমি অন্য রকম সংকল্প নিয়ে মাঠে নেমেছি। অধিনায়কের কাছ থেকে এমন বার্তা ও আত্মবিশ্বাস পেলে মাঠেও এর ভিন্ন ছাপ পড়ে। খুব বেশি দূরে তাকাতে চাই না। দলের জন্য অবদান রাখতে চাই।'

টি,টোয়েন্টিতে টানা দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় স্যামসন সব মিলিয়ে চতুর্থ। ছেলেদের টি-টোয়েন্টিতে টানা দুটি সেঞ্চুরি করেছেন এর আগে মাত্র ৩ জন;ফ্রান্সের গুস্তাভ মেকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার রাইলি রুশো ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট।

এমন কীর্তি নিয়ে স্যামসন বলছেন, 'দেশের হয়ে সেঞ্চুরি যখন করবেন, নিশ্চয়ই এটা বিশেষ এক অনুভূতি। উইকেটে বাউন্স ছিল, শুরুর দিকে ফাঁপা ছিল। এখানে টানা ৩-৪ দিন বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আমার চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে। আমরাও সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি। যখন ৩-৪ দিন ধরে এখানে বৃষ্টি হয়েছে, তখনো মাঠে এসে দল অনুশীলন করেছে। ২-৩ ঘণ্টা ব্যাটিং করেছি, যা কাজে দিয়েছে।'

টানা ৬ ঘণ্টা বোর্ডের 'কাঠগড়া'য় রোহিত-গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সিরিজ শেষ হওয়ার পর এর ভালো-মন্দ নিয়ে পর্যালোচনা হওয়া ক্রিকেটের খুব স্বাভাবিক ঘটনা। সিরিজে হারলে যার গুরুত্ব আরও বাড়ে। তবে ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্তারা অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে যেভাবে ম্যারাথন বৈঠক করেছেন, সেটিকে 'মানসিক নির্যাতন' বলতে পারেন যে কেউই।

এক-দুই ঘণ্টা নয়, টানা ৬ ঘণ্টা নিয়ে কোচ-অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচক নিয়ে বৈঠক করেছেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ও সচিব জয় শাহ। ঘরের মাটিতে প্রথমবারের মতো তিন টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর শীর্ষ ব্যক্তিদের লম্বা মিটিংয়ে অস্বস্তিকর আলোচনাই যে বেশি হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের খবরে বলা হয়, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকার, কোচ গম্ভীর এবং অধিনায়ক রোহিতকে কিউইদের কাছে বিধ্বস্ত হওয়া নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হয়েছে। বিশেষ করে সিরিজের জন্য বেশি টার্ন করা উইকেট কেন বানানো হয়েছে, যশপ্রীত বুমরাকে তৃতীয় টেস্টে কেন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এবং গম্ভীরের কোচিং ধরন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সিরিজের বিভিন্ন পর্যায়ে নেওয়া টিম ম্যানেজমেন্টের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ দুই ব্যক্তি। এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র পিটিআইকে বলেন, 'এমন একটা বিপর্যয়ের পর এরকম মিটিং হওয়ারই ছিল, যেটা টানা ৬ ঘণ্টা দীর্ঘ হয়েছে। ভারত দল সামনে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে। বিসিসিআই চায় দল ঘুরে দাঁড়াক, এবং এ বিষয়ে থিংক-ট্যাংক কী ভাবছে সেটাও জানতে চেয়েছে।'

রাহুল দ্রাবিড়ের সময়ে ভারত ঘরের মাটিতে পেস-বান্ধব উইকেটে খেলায় মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু জুলাইয়ে দায়িত্ব নেওয়া গম্ভীর হাঁটছে স্পিন-বান্ধব উইকেটের পুরোনো পথে। আবার সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে হারের পর তৃতীয়টিতে বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়াও পছন্দ হয়নি বিসিসিআই কর্তাদের। এ বিষয়ে সূত্রটি বলেন, 'বুমরাকে সতর্কতাস্বরূপ বিশ্রাম দেওয়া হলেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। র্যাংক টার্নার উইকেটে ভারত খুব ভালো না করলেও কেন এমন উইকেট, এ সব নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

রজার বিনি ও জয় শাহ দলের সঙ্গে যুক্ত আগারকার-গম্ভীর-রোহিতকে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে পরামর্শ প্রদানের জন্য বলেছেন। গম্ভীর অবশ্য বৈঠকে স্বশরীরে ছিলেন না, অনলাইনে যোগ দিয়েছিলেন।

ভারতের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে ৫ টেস্টের বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ। ২২ নভেম্বর শুরু সিরিজটি খেলতে রোববার ও সোমবার দুই দলে ভাগ হয়ে ভারতের ক্রিকেটাররা অস্ট্রেলিয়ায় যাবেন।

৭০ মিনিট ন'জনে লড়াই! আইএসএলে প্রথম পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৯ মিনিটে জোড়া লাল কার্ড। শনিবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডানের মিনি ডার্বিতে যে এই অবস্থা হবে তা কল্পনাও করা যায়নি। রেফারি হরিশ কুন্ডুর সৌজন্যে সেটাই হল। অতিরিক্ত সময় ধরে ৭০ মিনিট ন'জনে খেলেও এক পয়েন্ট আদায় করল ইস্টবেঙ্গল। যে ম্যাচে তাদের হার ছিল কার্যত নিশ্চিত, সাহসী ফুটবল খেলে সেখান থেকেই তারা এক পয়েন্ট সংগ্রহ করল। এ বারের আইএসএলে এটাই ইস্টবেঙ্গলের প্রথম পয়েন্ট। ম্যাচটি তারা ১১ জনে খেললে তিন পয়েন্ট আসতেই পারত।

বিপক্ষের ডিফেন্ডারকে আঘাত করার জন্য ২৯ মিনিটে রেফারি লাল কার্ড দেখান নন্দকুমার সেকারকে। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করায় পরের মিনিটেই দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেখেন নাওরেম মহেশ। জোড়া লাল কার্ডে মাথায় হাত পড়েছিল লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোর। তবে তাঁর ছেলেরা মাঠে দলের মান রাখলেন।

শুরু থেকে আগ্রাসী খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েক বার মহমেডানের গোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল তারা। ২১ মিনিটের মাথায় ঘটনাটি ঘটে। মাদিহ তালাল পাস দিয়েছিলেন দিমিত্রি দিয়ামানতাকোসকে। গ্রিক স্ট্রাইকার বল নিয়ে বক্সে ঢোকার মুহূর্তে তাঁকে ফেলে দেন মহমেডানের বিকাশ সিংহ। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা পেনাল্টির আবেদন করলেও কর্ণপাত করেননি রেফারি। রিপ্লে-তে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, বক্সের ভেতরেই দিয়ামানতাকোসকে আঘাত করেছিলেন বিকাশ। রেফারি পেনাল্টি দিলেও কিছু বলার ছিল না। কিন্তু হরিশ কুণ্ডু কোনও কথাই শোনেননি।

ম্যাচের সবচেয়ে ঘটনাবহুল মুহূর্তটি আসে এর কিছু ক্ষণ পরেই। শুরু থেকেই দুই দলের আক্রমণ-নির্ভর ফুটবল যে ভাবে পরিচালনা করছিলেন তাতে মনেই হচ্ছিল রেফারির ম্যাচের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেই। ২৯ মিনিটে তিনি প্রথম লাল কার্ডটি দেখান নন্দকুমার সেকারকে। বল কাড়াকাড়ির মুহূর্তে ডান হাত দিয়ে নন্দকুমার আঘাত করেছিলেন অমরজিৎ সিংহ কিয়ামকে। লাইন্সম্যানের সঙ্গে অনেক ক্ষণ পরামর্শ করার পর হরিশ সরাসরি লাল কার্ড দেখান নন্দকুমারকে।

দ্বিতীয় লাল কার্ড হয় এক মিনিট পরেই। আগেই একটি ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখে বসেছিলেন মহেশ। নন্দকুমারকে লাল কার্ড দেখানোর পরে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখান হরিশ। আইএসএলের ইতিহাসে আগে কোনও দিন প্রথমার্ধে কোনও দল জোড়া লাল কার্ড দেখেনি। তা-ও আবার এটি ডার্বির মতো ম্যাচ। সাধারণত এ ধরনের ম্যাচে একটি লাল কার্ড হওয়ার পর কোনও গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে রেফারি প্রথমে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারকে সতর্ক করে দেন। কারণ ন'জন হয়ে গেলে যে কোনও দলই বিপদে পড়বে। হরিশ কোনও রকম সতর্কবাণী শোনাননি। মহেশকেও দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বার করে দেন। বেরনোর সময়ে যে ভাবে বলে লাথি মেরে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মহেশ, তাতে তাঁর নির্বাসন আরও বাড়তে পারে।

কোনও দল যদি ৩০ মিনিটেই দেখে বিপক্ষে ন'জন হয়ে গিয়েছে, তারা বাকি ম্যাচে যে দাপট চালাবে সেটাই স্বাভাবিক। শনিবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল ঠিক সেই অবস্থাতেই পেয়েছিল মহমেডান। তবে যে দাপট তাদের থেকে প্রত্যাশা করা হয়েছিল তা দেখাতে পারেনি। সংখ্যায় বেশি হওয়ায় মহমেডানের ফুটবলারদের পায়েই বলের দখল ছিল বেশি। ইস্টবেঙ্গলের সব ফুটবলারই রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত ছিলেন। মাঝেমাঝে আক্রমণে উঠলেও মহমেডানের ফুটবলারেরা ঘিরে ফেলায় তা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে মহমেডানের ফুটবলারেরা যে ভাবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে গেলেন তা চোখে লাগতে বাধ্য। বিরক্ত হয়ে প্রথমার্ধে আলেক্সিস গোমেজকে তুলেই নেন কোচ আন্দ্রেই চের্নিশভ। পরিবর্ত হিসাবে নামা সিজার মানজোকিও দাগ কাটতে পারেননি। ফুটবলারদের মান এবং মানসিকতা নিয়ে এ বার গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেই হবে মহমেডানকে।

চলতি মরসুমে বার বার ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ সমালোচিত হয়েছে। ফিটনেসের অভাব, বোঝাপড়ার অভাব বার বার প্রকট হয়েছে। তবে আসল দিনে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা দেখিয়ে দিলেন, দরকার নিজেদের নিংড়ে দিয়ে ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত তাঁরা লড়াই করতে পারেন।

নিজেকেই ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার! দাবাড়ু দিব্যেন্দুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সংঘাত ছিল। সেই সংঘাত আরও বাড়ল। তার ফলে বিতর্ক বাড়ল বাংলার দাবায়। ভারতীয় দাবা সংস্থার সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বড়ুয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ করেছে বেঙ্গল চেস অ্যাসোসিয়েশন। হাঙ্গেরিতে আয়োজিত চেস অলিম্পিয়াডে ভারতীয় দলের প্রধান হিসাবে গিয়েছিলেন দিব্যেন্দু। সেখানে নাকি নিজের পদের সুবিধা নিয়েছেন বাংলার প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার।

বেঙ্গল চেস অ্যাসোসিয়েশন দিব্যেন্দুর বিরুদ্ধে মূল তিনটি অভিযোগ এনেছে। ১) ভারতের দাবা সংস্থার সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু নিজেই নিজেকে দলের প্রধান নিযুক্ত করেছেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ উঠছে। ২) ভারতের চ্যাম্পিয়ন দল দেশে ফিরে যে আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে সেখানে দিব্যেন্দুরও নাম রয়েছে। তিনি নিজেই নিজেকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। ৩) ভারতীয় দল বুদাপেস্টে যাওয়ার চার দিন পর দিব্যেন্দু সেখানে গিয়েছিলেন। ভারতীয় দল দেশে ফেরার আট দিন পর তিনি ফিরেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের জয়ী দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। সেই অনুষ্ঠানেও ছিলেন না দিব্যেন্দু।

সংস্থার সচিব অন্তরীপ রায়ের আরও অভিযোগ, তাঁরা এই বিষয়গুলি ভারতীয় দাবা সংস্থাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সংস্থা দিব্যেন্দুর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

তিনি ক্রিকেট খেলেছেন, কোচিং করাচ্ছেন, সিএবির দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বালু) মাঠের এত গুনের পাশাপাশি গানের গলাটাও আকর্ষণীয়। সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বা সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিকের শ্রুতিনাটকে জমজমাট হয়ে উঠল আম্পায়ার্স, অবজার্ভার ও স্কোরারদের উদ্যোগে মিলন মেলা। সেখানেই সিএবির আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানালেন অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক। বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস, আম্পায়ার কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধায় , অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক সহ অন্যান্যরা।

মেসিসহ ২২ জনই ভোট দেন ইয়ামালকে, রোনালদো অন্য দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ';রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের এই সংজ্ঞার মতোই যেন শেষ হচ্ছে না এবারের ব্যালন ডি'অরের গল্প। নাটকের মঞ্চায়নের শুরুটা হয়েছিল ২৮ অক্টোবর।

সেদিন অনেককেই অবাক করে দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে পেছনে ফেলে ব্যালন ডি'অর জেতেন রদ্রি। ফলে উদ্ যাপনের সব প্রস্তুতি নিয়েও ভিনিসিয়ুসকে থাকতে হয়েছে বিষণ্ন মন নিয়ে। এমনকি সেদিন ব্যালন ডি'অরের অনুষ্ঠানেও যায়নি ভিনিসহ রিয়াল মাদ্রিদ দল।

ভিনির সেই না পাওয়ার যন্ত্রণা নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে গতকাল রাতে ভোট গণনার চিত্র দেখে। রদ্রির কাছে মাত্র ৪১ পয়েন্টে হেরেছেন তিনি। রদ্রি ও ভিনির মধ্যে কে বেশি যোগ্য, তা নিয়ে অবশ্য চাইলে লম্বা সময় ধরে বিতর্ক করাই যায়।

কিন্তু সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের কোপা ট্রফি কে জিতবেন, তা নিয়ে বোধ হয় সংশয় ছিল সামান্যই। এমনকি কেউ কেউ তো লামিনে ইয়ামালকে মূল লড়াইয়েও দেখে ফেলেছিলেন। গত মৌসুমে ইয়ামালের পারফরম্যান্সের কারণেই তাঁকে ঘিরে ছিল রোমাঞ্চ।

'ফ্রান্স ফুটবল',এর প্রকাশিত ভোটের হিসাবও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সাবেক ব্যালন ডি'অরজয়ীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত যে ২৩ জনের ভোটে পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ২২ জনই ভোট দিয়েছেন ইয়ামালকে। কেবল একজন বেছে নিয়েছেন ভিন্ন কাউকে।

ইয়ামালকে কোপা ট্রফির সেরা হিসেবে যাঁরা বেছে নিয়েছেন, সেই দলে আছেন লিওনেল মেসি, রুদ খুলিত, লোথার ম্যাথাউস, লুইস ফিগো, মাইকেল ওয়েন, পাভেল নেদভেদ, রোনালদিনিও, কাকা, লুকা মদরিচ, করিম বেনজেমারা।

ক্রীড়া পোর্টাল 'গিভ মি স্পোর্টস' যে ২৩ জনের ভোটের হিসাব দিয়েছে, সেই তালিকা অনুযায়ী শুধু একজনই ইয়ামালের বাইরে কাউকে পছন্দ করেছেন। তিনি ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিও।রোনালদো বেছে নিয়েছেন মৌসুমের শুরুতে জিরোনা থেকে ম্যানচেস্টার সিটিতে আসা স্বদেশি সাভিনিওকে। 'দ্য ফেনোমেনন' খ্যাত সাবেক এই ফুটবলারের দ্বিতীয় পছন্দ ছিলেন ইয়ামাল এবং তৃতীয় পছন্দ ছিলেন আর্দা গুলের।

ইয়ামালের চেয়ে বেশ পিছিয়ে থাকলেও ভোটের লড়াইয়ে ভালো করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের গুলের, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোবি মাইনু, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আলেসান্দ্রো গারনাচোরা।

সবার দৃষ্টি অবশ্য ছিল মেসি কাকে ভোট দিয়েছেন সেদিকে। যার প্রথম ভোট যে ইয়ামাল পেয়েছেন, তা তো জেনেই গেছেন। ৮ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই মহাতারকার অন্য দুটি ভোট গেছে বার্সার পাউ কুবারসি এবং ইউনাইটেডের স্বদেশি গারনাচোর দখলে। অন্যদের মধ্যে রোনালদিনিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সাভিনিও ও জোয়াও নাভাসকে।

এ ছাড়া পয়েন্টের হিসাবেও বিশাল ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলেছেন ইয়ামাল। তিনি সব মিলিয়ে পেয়েছেন ১১৩ পয়েন্ট, তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গুলের পেয়েছেন মাত্র ২৬ পয়েন্ট। আর তিনে থাকা মাইনু পেয়েছেন ২০ পয়েন্ট।

পাকিস্তানে খেলতে যাওয়া নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। এই প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের সে দেশে পাঠাবে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলকে (আইসিসি) পাকিস্তানে দল পাঠানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তির কথা জানিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা।

পাকিস্তানে দল পাঠানোর ব্যাপারে ভারতীয় বোর্ডের কোনও কর্তা সরকারি ভাবে মুখ খোলেননি। মুখ খোলেননি আইসিসি কর্তারাও। যদিও আইসিসি সূত্রেই বিসিসিআইয়ের অবস্থান জানা গিয়েছে। নিজেদের প্রতিবেদনে এমনই দাবি করেছে ক্রিকেট সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইট। সেই অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকেই পাকিস্তানে দল না পাঠানোর বিষয়টি মৌখিক ভাবে আইসিসিকে জানিয়েছেন বিসিসিআই কর্তারা। লিখিত ভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। আইসিসি লিখিত ভাবে জানাতে বলেছে ভারতীয় বোর্ডকে।

২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা পাকিস্তানে। এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা আটটি দল খেলবে এই প্রতিযোগিতায়। ১৯৯৬ সালের পর এই প্রথম পাকিস্তানের মাটিতে আইসিসির কোনও প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। একাধিক বার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা খতিয়ে দেখে এসেছেন আইসিসির প্রতিনিধিরা। যদিও পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দলের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয় ছিল।

গত এশিয়া কাপের মতো আগামী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করার দাবি জানিয়েছে বিসিসিআই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)

চেয়ারম্যান মহসিন নকভি আবার হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা আয়োজনে নারাজ। আইসিসির কাছে তিনিও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। পাকিস্তান থেকে প্রতিযোগিতার কোনও অংশ সরাতে দেবে না পিসিবি। যদিও প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থান হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং শ্রীলঙ্কার কথা ভেবে রেখেছেন আইসিসি কর্তারা। আইসিসি কর্তারা ভারত এবং পাকিস্তান দু'দেশের ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন।

রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্ক নেই গত কয়েক বছর ধরে। আইসিসির প্রতিযোগিতা ছাড়া ক্রিকেট মাঠে মুখোমুখিও হয় না দু'দেশ। ২০২৩ সালে এশিয়া কাপের আয়োজকও ছিল পাকিস্তান। সে বারও পাকিস্তানে দল পাঠাতে রাজি হয়নি বিসিসিআই। শেষ পর্যন্ত ভারতের চাপে হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা আয়োজন করে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। ভারতের ম্যাচগুলি-সহ অধিকাংশ ম্যাচ হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। যদিও গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে বাবর আজমদের ভারতে পাঠিয়েছিলেন পিসিবি কর্তারা।

উল্লেখ্য, আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত, পাকিস্তান ছাড়াও খেলার কথা আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নিউ জল্যিান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**